



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 348 Issue • 27 December, 2021, Monday • ১১ পৌষ, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

৩টি জেলা, ১২টি মহকুমা সহ ২২টি প্ল্যান্ট রাজ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎার ভাঁজ স্বাস্থ্য দফতরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল তথা জিবিপিতে দু'দুটো অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। একটি ১৫০ এলপিএম (লিটার পার মিনিট) এবং অন্যটি ৯০০ এলপিএম'র। অর্থাৎ প্রতি এক মিনিটে জিবিপি'র দুটো প্ল্যান্ট থেকে মোট ১০৫০ লিটার অক্সিজেন বেরাবে। একইভাবে শহরের আইজিএম হাসপাতালে ১০৫০ এলপিএম'র একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি আছে। অতল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার তথা ক্যান্সার হাসপাতালে ১০৫০'র একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়ে গেছে। এছাড়াও রাজ্যের ছয়টি জেলা হাসপাতাল এবং বারোটি মহকুমা স্তরের হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসেছে। খুমলুঙ হাসপাতালেও গত কয়েক মাস আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং একটি অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে এসেছেন। সবটা মিলিয়ে রাজ্যে

এখন ২২টি হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো আছে। এই প্ল্যান্টগুলো বসানোর জন্য সরকারকে কোনও অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ড, ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল এবং অন্য তিন/চারটি হাসপাতালে গত কয়েক মাসে অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলো গড়ে উঠেছে। এই পর্যন্ত সবই তো 'কেয়া বাত'! কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রত্যেকটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট পরিচালনা করার জন্য কোথাও একজন টেকনিশিয়ানকে ট্রেনিং করানো হয়েছে। অন্য বেশ কিছু জায়গায় স্টাফ নার্স, এমনকী ফার্মাসিস্ট দিয়ে পর্যন্ত অক্সিজেন প্ল্যান্ট পরিচালনা করার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এদিকে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে এখন বদলি নীতি নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, গত কয়েক মাস ধরে যেসব স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে অক্সিজেন প্ল্যান্ট

বিষয়ক ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে, উনারা সকলেই দফতরের বদলি নীতির বাইরে থাকবেন? একইভাবে প্রশ্ন এটাও, রাজ্যের বারোটি মহকুমা হাসপাতাল, ছয়টি জেলা হাসপাতাল ডাক্তার স্বল্পতায় ভুগছে। যেভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী গত কয়েকদিন আগে কোভিড এবং ওমিক্রন নিয়ে পর্যালোচনা সভা করেছেন, যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও গত দু'দিন আগে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভার চার সদস্যকে নিয়ে বৈঠক করলেন — তাতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেকোনও সময় একেকটি হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলো প্রয়োজনে আসতে পারে। প্ল্যান্টগুলো না হয় স্টাফ নার্স বা ফার্মাসিস্টদের হাত ধরে চললো কিন্তু প্রত্যেকটি জেলা এবং মহকুমাস্তরের হাসপাতালগুলোতে যেসব রোগীরা অক্সিজেনের প্রয়োজন নিয়ে ভর্তি হবেন, তাদেরকে সেই পরিষেবা কে প্রদান করবেন? এই বিষয়টি নিয়েই

দফতরে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল তথা জিবিপি'তে কাজ চলে যাবে। আইজিএম বা ক্যান্সার হাসপাতালেও কাজ চলবে। কিন্তু শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের খুমলুঙ হাসপাতালেই তো চিকিৎসকদের অভাব। যদি কোনও কারণে ওই হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্টের ব্যাপক প্রয়োজন পড়ে, তাহলে পরিষেবা কে দেবেন? একই অবস্থা বারোটি মহকুমা স্তরের হাসপাতালের। প্রায় প্রতিটিতেই ডাক্তার স্বল্পতায় রয়েছে। ঠিকভাবে যদি মেডিসিন বিভাগে ডাক্তার না দেওয়া যায়, তাহলে তড়িঘড়ি করে বসানো ২২টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট সঠিকভাবে পরিষেবা প্রদান করতে পারবেন না। এ নিয়ে দফতরের ভেতরেও কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই স্পেশালিস্ট ডাক্তার নিয়োগ নিয়ে দফতরে বহু আলোচনা হয়েছে। জেলা হাসপাতালগুলোতে কোনওক্রমে কয়েকজন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

তথ্যকেন্দ্র দখল করলো টুইন্যা নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাজনগর, ২৬ ডিসেম্বর।। সরকারি তথ্যকেন্দ্রের জমি এবার দখল করে নিয়েছেন রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের এক টুইন্যা নেতা। যতদূর খবর, তিনি নাকি ওই এলাকার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ও এলাকার মণ্ডল সভাপতির স্নেহভাজন। তিনি আবার রাধানগরের ২ নং রেশন দোকানের ডিলার। রাধানগর বাজারে সরকারি তথ্যকেন্দ্রের জন্যে একটি ঘর নির্মিত হয়েছিলো। যুবমোর্চার নেতা আর মণ্ডল সভাপতির স্নেহধন্য হওয়ার সুবাদে টুইন্যা নেতা সেই তথ্য কেন্দ্রের ঘরটি দখল করে নিয়েছেন জোর করেই। এলাকার মানুষেরা চোখের সামনে এমন

বাঁশ গ্রামের মান্না আটক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। বহিরাঙ্গী থেকে আসা পর্যটকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠলো এবার কাতলামারায় বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠা বাঁশ গ্রামের কর্ণধার মামা রায়ের বিরুদ্ধে। পর্যটকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অতিরিক্ত অর্থ আদায় সহ নানা অভিযোগ এনে এদিন মামা রায়ের বিরুদ্ধে সুন্দরটিলা ফাঁড়িতে অভিযোগ করেছেন তারা। অভিযোগ পেয়ে সুন্দরটিলা ফাঁড়ির পুলিশ বাঁশ গ্রামের কর্ণধার মামা রায়কে ফাঁড়িতে তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে। এলাকার একাংশ মানুষও মামা রায়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আক্রান্ত বিধায়ক

আশিস দাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৬ ডিসেম্বর।। একেবারে থানার ভেতরে দাঁড়িয়ে নিজের হেঁড়া সোয়েটার দেখিয়ে খেদ মুখ্যমন্ত্রীকে ঝঁষিয়ারি দিলেন বিধায়ক আশিস দাস। এদিন সন্ধ্যায় ধর্মনগরের তিলেথো বাজারে একদল দুষ্কৃতিকারী তার উপর হামলা চালিয়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করার কথা নিজেই জানিয়েছেন আশিসবাবু। তার নিম্নাঙ্গে এবং উপর্যঙ্গে লাথি, কিল, ঘুসির কথা অকপটে বলেছেন তিনি। তবে এটাও বলেছেন, শত চেষ্টা করেও তাকে গাড়ি থেকে নামাতে পারেনি দুষ্কৃতিকারীরা। এ বিষয়ে পানিসাগর থানায় অভিযোগও করেছেন তিনি। থানা অভ্যন্তরে দাঁড়িয়েই যাবতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করে খেদ মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জও ছুঁড়েছেন তিনি। যদিও রাত পর্যন্ত এ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬



পাটনায় ফ্যাক্টরিতে
বিশ্বেশ্বরণে প্রাণনাশ
অন্তত পাঁচ শ্রমিকের

আদালত বলছে,
বয়ঃসন্ধি পেরোলেই
নাকি বিয়ে করতে
পারে মুসলিম মেয়েরা!
ভারতে ওমিক্রন
সংক্রমণ ৪৫০ পার

শিশুদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ : মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ

শিশুদের আদর্শ জীবনশৈলী এবং ইতিবাচক চারিত্রিক গঠনে মায়েদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। সংস্কার ও পরম্পরাগত সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি শিশুদের আধুনিক ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। রবিবার এগিয়ে চলা সংঘের ৩৩ তম শিশু মেলায় উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার এই অনুষ্ঠানে এগিয়ে পেলো সংঘের পক্ষে দু'জন যুব ক্রীড়াবিদ ও বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজ করা বিদ্যা ওয়েলফেয়ার

সোসাইটিকে আর্থিক সম্মাননা প্রদান করা হয়। উমাকান্ত স্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসের আবাসিক জনজাতি ছাত্রদের ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিশুদের উপযোগী সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এই ভাবনায় সরকার কাজ করছে। শিশুদের সুঅভ্যাস ও ইতিবাচক চারিত্র গঠনে মায়েদের আরও বেশি যত্নশীল হওয়া আবশ্যিক। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র সহ ঐতিহ্যমণ্ডিত নানান পরম্পরাগত ছবি শিশুমনে স্থাপনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কৌতুহলী

ভাবনা জাগ্রহ করা সম্ভব। এর ফলে শিশুমনে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসার ভাবনা আরও বেশি জাগ্রত হবে। এক্ষেত্রে নিজেদের বিভিন্ন প্রবহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে এবং এই অভিজ্ঞতা থেকে শিশুদের সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে অভিভাবকদের। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজ সচেতনতা বাড়িতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্যের ক্লাবগুলি। আগামী দিনে ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে সামাজিক কর্মসূচিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রেজিস্ট্রেশন বিহীন বাইক উদ্ধার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। গাড়ির পর আগরতলা শহরে ঘুরছে বেআইনি রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বাইকও। এমনই একটি বাইক ধরা পড়লো শহরের দুর্গা চৌমুহনি নাকা পয়েন্টের সামনে। বাইকটি এয়ারটেল সংস্থার এক কর্মীর ছিল। এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর টিআর-০৮-কে-৭১৫৮। বাইকটির রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্স দেখাতে পারেননি চালক। কয়েকদিন আগেই শহরে ধরা পড়ে একই মডেল এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দুই গাড়ি। এই ঘটনায় পুলিশ উষাবাজার থেকে এক দালালকেও গ্রেফতার করে। বাইরের রাজ্য থেকে গাড়ি চুরি করে রাজ্যে বিক্রি করার অভিযোগ উঠে। বিক্রি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রেগার দুর্নীতিতে এবার মুখ দেখালো ঋষ্যমুখ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ ডিসেম্বর।। পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি ফাঁসে একসময় সোশ্যাল অডিটই হয়ে উঠেছিলো সবচেয়ে বড় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই কিংবা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের চাইতে কোনও অংশেই কম যায়নি রাজ্য সরকারের দায়িত্বে থাকা এই সংস্থাটি। অথচ শাসক দলীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবাজদের রেহাই দিতে গিয়ে এই সংস্থাটিকে প্রায় অকার্যকর করে তোলার অভিযোগ বারে বারেই উঠেছে। তবে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ বর্তমান সরকারের আমলে। অভিযোগ, খেদ দফতরের মন্ত্রী নিজেই চান না সোশ্যাল অডিটের মতো সফল এবং প্রবল ক্ষমতাসালী এই দফতরটি কোমর সোজা করে ইটুক। পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতির যাবতীয় পর্দা ফাঁস করে দিক। যাতে করে আগামীদিনে পঞ্চায়েত স্তরে কোনও দুর্নীতি না হতে পারে। সোশ্যাল অডিট সক্রিয় হলেই পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতিবাজেরা এই অডিট নিয়ে সতর্ক হবে এবং এই সতর্কতাই তাদের ধরা পড়ার আতঙ্ক বাড়িয়ে দেবে। ফলে কমে যাবে

দুর্নীতি। কিন্তু এই সংস্থাটিকে ইচ্ছাকৃতভাবেই পঙ্গু করে রাখার অভিযোগ উঠছে এই আমলে। নইলে রেগার দুর্নীতিতে খোদ অর্থমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্র কিভাবে

বিচ্যুতির ঘটনা সামনে এসেছে দফতরের পোটাল থেকে। সরকারিভাবেই এই দুর্নীতি ধরা পড়েছে। অথচ এই দুর্নীতি নিয়ে কারো কোনও মাথাব্যথা নেই।

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

৩৭৭৭৪৪১৪২৯৮

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A.K. Road Agartala 799001

মতর্কহাতি 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী -রই কিনুন!

ফেঁসে যায়, সোশ্যাল অডিটে স্পষ্ট দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরার পরেও কারো কোনও শাস্তি হয় না। কারোর বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর হয় না। সম্ভব? এবার জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থানে দুর্নীতি ধরা পড়েছে ঋষ্যমুখ ব্লকে। এখানেও সেই একই অবস্থা। কারো বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর নেই। এখন পর্যন্ত এই ব্লকে রেগায় মোট ২১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৭৫ টাকার আর্থিক

জানা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ঋষ্যমুখ ব্লকের অধীনে থাকা ২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছিলো। এর মধ্যে সবক'টি পঞ্চায়েতেই রেগায় দুর্নীতির চিত্র সামনে এসেছে। মাত্র এক বছরেই এখানে আর্থিক বিচ্যুতি ঘটেছে ২১ কোটি ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৬০১ টাকা। মাত্র একটি আর্থিক বছরেই একটি ব্লকে দুর্নীতির এই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

হাজার হাজার রিকশা লাইসেন্সবিহীন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। শহরে এই মুহুর্তে কতগুলো রিকশা আছে? ক'জন মোট রিকশা চালক? তার মধ্যে ব্যাটারি চালিত রিকশা কয়টা আর গ্যাভেল চালিত কতগুলো? শহর ছেড়ে সারা রাজ্যের হিসেব কেমন? এই প্রশ্নগুলো যদি আগরতলা পুর নিগম-এর সদ্য নিযুক্ত মেয়রকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি একটারও সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। এই প্রশ্নগুলো যদি নিগমের কমিশনারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনিও সঠিক উত্তর বলতে পারবেন না। এমনকী রাজ্যের পরিবহন দফতরের সচিব, অধিকর্তা বা মন্ত্রী বাহাদুরকে বলা হলে, উনারাও একইভাবে প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাবেন। কারণ, শহর বা রাজ্যে এ সংক্রান্ত কোনও স্টাডি নেই। দফতর দফতরের বাঁধধরা নিগমে চলছে। হঠাৎ রিকশা নিয়ে এত কথা কেন? কারণ, শহরে শয়ে

শয়ে (পড়ুন সংখ্যাটি হাজারে হাজারেও হতে পারে) এমন

চালকদের দায়ভার নিতে নিগমের অনীহা!



রিকশার সন্ধান মেলে, যেগুলো ২০১৬, ২০১৭ বা ২০১৮ সালে সর্বশেষ নিগমের তরফ থেকে

আসার পর বেশ কিছু আইনি জটিলতা তৈরি হলেও, সেই বিষয়টিও এখন গাঢ় অন্ধকারে

তলিয়ে গেছে। রয়ে গেছে নিগম কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যের যানবাহন উচ্চ আদালতের বেশ কয়েকটি নির্দেশিকাকে উল্ঙ্খন করার খেলা। আগরতলা শহরের কয়েকটি নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে ঘুরলেই এমন বহু রিকশা চোখে পড়বে যেগুলোর পেছনে একটি টিনের পাত লাগানো। তাতে জ্বল জ্বল করে কয়েকটি শব্দ — আগরতলা পুর নিগম/রিকশা লাইসেন্স। এই শব্দগুলোর পাশে তিনটি সাল এবং রিকশার একটি নম্বর থাকে। ২০১৭ সাল পর্যন্ত শহরে ১০ হাজারেরও বেশি রিকশা ছিল বলে নিগম সূত্রের খবর। গত ৩/৪ বছরে এই সংখ্যাটি কততে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বলা মুশকিল। শুধু রিকশা নয়, শহর জুড়ে এখন টুকটুক আর টমটমের রুমরমা। সেগুলোর ক্ষেত্রেও লাইসেন্স নিয়ে একই ব্যাপার। আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ৫১ জন কাউন্সিলরদের নিয়ে বলা চলে, নতুনভাবেই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা স্পোর্টস পুলিশ তুমি

প্রকাশ্যে দিবালোকে মিডিয়া হাউস আক্রমণ, সাংবাদিকদের উপর প্রাণঘাতী হামলার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাশে নিয়ে যখন সাংসদ, পুর কাউন্সিলার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পারেন তখন স্বদলীয় নেতার উপর হামলাকারী ব্যক্তির দলের অন্য নেতাদের সঙ্গী হওয়া তেমন কি কঠিন কাজ। আর পুলিশ! ওদের তো এখন পুরো শরীর বিক্রির অভিযোগ। গত ৪৫ মাসে এশহরে পুলিশের অপরাধ দমনে সাফল্য কতটা? এশহরে শুধু যে অপরাধ বাড়ছে তা নয়, বাড়ছে নেশার প্রতি প্রচন্ড ঝোঁক। চুরি-ছিনতাই তো এখন জলভাত ইস্যু। আর নেতাদের কথা তো বলে লাভ নেই। সরকারি ভাতা যা তা দিয়ে তো চা-বিস্কুট হবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তো সরকারি পদে থাকলেও সরকারি ভাতা নেই। কিন্তু প্রতিদিন চাই কয়েক হাজার টাকা। আর এই টাকা কে জোগাবে? এই টাকা জোগাতেই তো দরকার অপরাধীদের। সমস্যা হচ্ছে পুলিশ কি করবে। পুলিশ হয়তো মনে করে যে, নেতা-নেত্রীদের ছাড় দিলে আরামে চাকুরি আর অবৈধ কামাই। সুতরাং দাগি অপরাধী বা খুনের আসামিও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে। শহরের থানাগুলিতে নাকি পোস্টিং পেতে হলে কোন কোন সময় কোটি টাকা পর্যন্ত দর উঠে। মাসে যার ৪০ হাজার টাকা বেতন সে কোটি টাকা দেবে কেন? নিশ্চয় শহরের থানাগুলিতে টাকা রোজগারের খনি বা যন্ত্র আছে। আর এই রোজগারের জন্য শহরের পুলিশও বোবা, কালা সেজে থাকে। আর নেতাদেরও তো অপরাধীদের ছাড়া পথ নেই। সুতরাং চোখে এসব দেখলেও বলা যাবে না। কেননা বললেই অপনাকে মিথ্যা মামলায় আটক করা হবে নতুবা গুপ্তা পাঠিয়ে আপনার উপর হামলা করা হবে। এখন তো এসবই হচ্ছে এরাডোয়ে।

ফার্স্টবেঞ্চে মোদির গুজরাট

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যগুলি কতটা সুশাসন দিতে পেরেছে? সুশাসন দিবসে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানত কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায় ও উন্নয়ন, আইন ব্যবস্থা ও জননিরাপত্তা, পরিবেশ এবং জনমুখী শাসন-এই ১০টি বিষয় রাজ্যগুলির ফলের ভিত্তিতে ওই রিপোর্ট পেশ করা হয়। আর সেখানেই দেখা যায়, সুশাসনের নিরিখে প্রথম স্থানে গুজরাট, আর সবচেয়ে নীচে পশ্চিমবঙ্গ। তুলনায় ক্ষেত্রে সমতা আনতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর মতো ১০টি রাজ্যকে রাখা হয়েছিল উন্নত শ্রেণিতে। বিহার, বাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের মোট আটটি রাজ্যকে রাখা হয়েছিল অন্তরঙ্গ শ্রেণিতে। দেখা যায়, সুশাসনের তালিকায় গুজরাটের সূচক ১২.৩ শতাংশ বেশি বেড়ে প্রথম স্থান হয়েছে। অন্যদিকে, গোয়া ২৪.৭ শতাংশ বেড়ে দ্বিতীয় হয়েছে। কৃষি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য জনপরিকাঠামো, আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থায় ভাল ফল করায় দশমে স্থান থেকে একলাফে দ্বিতীয় হয়েছে গোয়া। গুজরাট শিক্ষা, আইন ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়, জনপরিকাঠামোয় ভাল ফল করায় প্রথম হয়েছে।

জগন্মঙ্গল সাধন ও স্বামী স্বরূপানন্দ

● **তিনের পাতার পর** আকৃতি, মানুষ হও, তোমরা মানুষ হও” (অঃ সঃ ২১ খণ্ড / পৃঃ ১৪১)। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীকে উদাত্ত কর্ত্তে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন — “Oh my countrymen, give me freedom, I will give you freedom.” আর স্বামী স্বরূপানন্দ সেদিন সকলকে ডেকে বলেছিলেন — “ Oh my countrymen, give me character, spotless character, I will give you food, cloth, shelter and peace, heavenly peace.” একই সঙ্গে তাঁর দৃষ্ট কর্ত্তে উচ্চারিত হলো এই দৃঢ় প্রত্যয় — “ভারতবর্ষ উঠিবে আবার জাগিবে আবার নিশ্চিত, ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে জিত আমরা নয় ভীত। তিনি আমি পুনঃ প্রকাশ্যে লভিবে ভারত লগু মান, লভিবে রক্ত-বীর্য শৌর্য্য, কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।” (অঃ সঃ ১২ / পৃঃ ১২৮)
শ্রীশ্রী বাবামণি শুধু চরিত্র গঠন আন্দোলনের ডাকই দিলেন না, চরিত্র-বিষয়ক বা চারিত্রিক শিক্ষামূলক বহু গ্রন্থ যথা — ‘দিনলিপি’, ‘আদর্শ ছাত্রজীবন’, ‘সরল ব্রহ্মচর্য’, ‘আত্মগঠন’, ‘সংযম সাধনা’, ‘কুমারীর পবিত্রতা’, ‘জীবনের প্রথম প্রভাত’, ‘অসংযমের মূলোচ্ছেদ’ ইত্যাদি তিনি প্রণয়ন করলেন কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতিদের আত্মগঠন তথা চরিত্র গঠনের জন্য। শুধু তাই নয়, গৃহী জীবনে ভবিষ্যদ্রবশ্যীয়ারা যেন উন্নত সংস্কার, নানা সদগুণ এবং অটুট চরিত্রবল নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে তার জন্য গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে তিনি রচনা করলেন ‘বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য’, ‘সধবার সংযম’, ‘বিবাহিতের জীবন সাধনা’ ইত্যাদি অনুপম গ্রন্থ। আবার, শুধু গ্রন্থ রচনাই নয়, শ্রীশ্রী বাবামণি তাঁর কর্মময় সুদীর্ঘ মহাজীবনে লক্ষাধিক পত্র লিখেছেন আবাল-বৃদ্ধ-বর্গহিতার কাছে। এই বিপুল সংখ্যক পত্ররচনারও একমাত্র উদ্দেশ্য জনসেবা। পত্রের বিষয় আর কিছুই নয় — চরিত্রগঠন কর এবং করায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, হাজার-করা নয়শত নিরানব্বইখানা পত্রের নিচে নিজের নাম স্বাক্ষরটা পর্যন্ত করেননি — এমনই আশ্চর্য্যার বিমূখ ছিলেন তিনি। অধিকাংশ পত্রের নিচে শুধু লেখা থাকতো ‘আপনার জন’।
শ্রীশ্রী বাবামণি তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন যে, তাঁর আরন্ধ জীবসেবার কর্মে, জগন্মঙ্গল সাধনে প্রত্যেকে যেন সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করে। সকলেই যেন জীবনের কতকটা অংশে হলেও জগন্মঙ্গল করন্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করে। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রী বাবামণি প্রদর্শিত এই সুমহৎ জগন্মঙ্গল কর্মের আদর্শটি তাঁরই মানস-কন্যা তথা তাঁর স্থলাভিষিক্তা পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রী মামণিও অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন মানবসেবামূলক কর্মের মধ্যে অন্যতম একটি ছিলো প্রতি বছর শুভ পৌষমাসে শ্রীশ্রী বাবামণির পূণ্য আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে গভীর রাত্রিতে সকলের অগোচরে মহানগরীর ফুটপাথে দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে শীত নিবারক বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা। এই সেবাকার্যটি যেন সকল অখণ্ডরা পালন করার চেষ্টা করে, এ জন্য তিনি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন।
শ্রীশ্রী বাবামণি ও শ্রীশ্রী মামনি প্রদর্শিত জগন্মঙ্গল-সাধনের এই ধারা বেয়ে বর্তমান সংঘপ্রধান শ্রীশ্রী দাদামণিও অখণ্ড সংঘ তথা অখ্যাক আশ্রমের মাধ্যমে রক্তদান শিবির, মরণোত্তর চক্ষুদান অঙ্গীকার, চরিত্রগঠন আন্দোলনমূলক সভা, শ্রীশ্রী বাবামণি প্রণীত ‘অখণ্ড সংহিতা’ এক লক্ষ গ্রন্থ সম্পূর্ণ বিনামূলো অনখণ্ডের মধ্যে বিতরণ, পপুদকীছিত “স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠ”-এ “ The Multi versity ” খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান ইত্যাদি মানবসেবামূলক কাজগুলির মাধ্যমে জগন্মঙ্গল-সাধন প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রেখেছেন।

অন্তত পাঁচ শ্রমিকের

● **ছয়ের পাতার পর** ঘটলো তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন কারখানা কর্তৃ পক্ষ। এই ঘটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবারের পাশে আছে সরকার। তাঁদের পরিবার পিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

বোর-আইনস্টাইন

● **ছয়ের পাতার পর** এখন ২৫ লাখ আলোকবর্ষ। একটার অবস্থান পৃথিবীতে হলে আরেকটা চলে গেছে অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিতে। আমরা পৃথিবীর ইলেকট্রনের ভরবেগ আর গতিশক্তি ও অন্যান্য ধর্ম পরীক্ষা করে বলে দিতে পারি, অ্যান্ড্রোমিডাতে চলে যাওয়া সেই ইলেকট্রনের এই মুহূর্তের ধর্মও। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আসলে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাকেই প্রস্ফবদ্ধ করলেন। এখানেই আইনস্টাইনের প্রশ্ন। তাহলে কি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এই আইনে আলোর গতির চেয়েও বেশি গতিতে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব। কিছুতেই এটা হতে পারে না। এটাই তুলে ধরেছিলেন তিন বিজ্ঞানী। বলেছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব তাহলে কি ভেঙে ফেলাতে চায় বিশেষ আপেক্ষিকতার সেই বিখ্যাত নীতি। আলোর গতি বেশি গতি চলতে পারে না কোনো বস্তু, এমন কী তথ্যও?

আইনস্টানের সূত্র সূরে মিলিয়েছিলেন শ্রেডিঙ্গারও। শুনিয়েছিলেন তার কাল্পনিক বিভ্রালের গল্প, আইনস্টাইনের পক্ষ নিয়ে।

সলভে সম্মেলনে বোর আর তার অনুসারীরা কোপেনহেগেন ব্যাখা দিয়ে বলেছিলেন, আসলেই কোয়ান্টাম কণিকারা তথ্য পাচার করতে পারে আলোর চেয়েও বেশি গতিতে। তা যতই অদ্ভুত শোনাক। অতি সম্প্রতি চিনের বিজ্ঞানীরা সতি সতাই কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট ঘটিয়ে আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে তথ্য পাচার করতে সক্ষম হয়েছেন।

যতই অদ্ভুত শোনাক, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তায় ভরা ব্যাপারগুলো পরীক্ষার মাধ্যমেই নির্ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে বারবার।

তথ্যকেন্দ্র দখল করলো টুইন্যা নেতা

● **প্রথম পাতার পর** ঘটনা দেখলেও প্রতিবাদ করার সাহস দেখাননি কিন্তু তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কারণ, এর আগে তারা ২৫ বছরের শাসনও দেখেছেন। এলাকার বহু অনিয়ম হতে দেখেছেন। কিন্তু এমনভাবে সরকারি ঘর দখল করে নিতে তারা দেখেননি। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, অরাজকতারও একটা সীমা থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেই অরাজকতা চলছে। ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষেরা।

বিজিইএমএস

● **সাতের পাতার পর** হারিয়ে দেয় আর্থ্য কলোনি স্কুলকে। চলতি অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে প্রতিটি ম্যাচেই ভালো খেলছে বিজিইএমএস-র অলরাউন্ডার মানিক সারকার। এদিনও ব্যাটে-বলে অনবদ্য ভূমিকা পালন করলো মানিক। প্রায় একক দক্ষতায় দলকে যুগ্ম এনে দিয়েছে। এদিন এনবিজি মাঠে টসে জিতে বিজিইএমএস প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও আর্থ্য কলোনির নিয়ন্ত্রিত বোলিং-র সামনে মানিক সরকার ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যান সুবিধা করতে পারেনি। ২৫ ওভারের সবকয়টি উইকেট হারিয়ে বিজিইএমএস ১০৮ রান করে। ৮টি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৫৯ রান ক রে মানিক সরকার। আর্থ্য কলোনির হয়ে জয় বিশ্বাস ৪টি, রশ্মিন সাহা ৩টি এবং দীপকুমার দাস ২টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আর্থ্য কলোনি ১৬.৪ ওভারে মাত্র ৩৯ রান করতে সক্ষম হয়। ফলে ৬৯ রানে জয় পায় বিজিইএমএস।বিজয়ী দলের হয়ে মানিক সরকার তুলে নেয় ৫টি উইকেট। এছাড়া দীপজয় রায় নেয় ৪টি উইকেট।

এক পিআই

● **সাতের পাতার পর** যেখানে তদন্ত কমিটি ওই সহ-অধিকর্তাকে নির্দোষ বলেছিল। স্পষ্টতই ওই সময় ওই সহ-অধিকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখাতে পারেনি দফতর। তার পরিণামেই এবার কাঞ্চন পুত্রের ঘটনা। যেভাবে একাধিকবার মচলা একেলক্ষারির ঘটনা থেকে বেঁচে গেছেন এবারও বেই পথই নাকি পরিষ্কার করতে চাইছেন। এবার দোের হিসাবে পেয়েছেন সাতমের এক জুনিয়র পিআই-কে। এই পিআই এখন অভিযুক্ত সহ-অধিকর্তার রক্ষাকবচ। তবে বর্তমান অধিকর্তা অত্যন্ত সং ও কঠোর মানসিকতাসম্পন্ন লোক। এবার কি আর রক্ষা পাবেন ওই সহ-অধিকর্তা?

দৌড়ে ফ্রেণ্ডস

● **সাতের পাতার পর** ডিভিশন ফুটবলের সমাপ্তি ঘটবে। প্রথম ম্যাচটি খেলবে নবোদয় সংঘ বনাম জাগ্রণ সমিতি। আর দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন বনাম মৌচাক। এই ম্যাচের পর হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী।

প্রতিষ্ঠাদিবস

● **চারের পাতার পর** উপলক্ষে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ পার্টি নেতা মনোরাঞ্জন বসাক। শান্তিবিহার মহকুমার লক্ষীছড়ায় যথাযথ মর্যাদার সাথে সিপিআই-এর ৯৭তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই নেতা সত্যজিৎ রিয়াং।

গুরুতর আহত

● **পাঁচের পাতার পর** মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। কিশোর দেববর্মার মাথায় এবং চোখে আঘাত লেগেছে। তবে কি কারণে তার উপর হামলা করা হয়েছে সেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

অভিযোগ

● **পাঁচের পাতার পর** করে। কিন্তু কাছ গুরুণর পর কাঞ্চনপূর-ভাউমুন সড়কের পাহাড় কটিতে গিয়ে বড় বড় পাথর বেরিয়ে আসায় চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায় নির্মাণ সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্তদের। এর পর জম্পুই এলাকায় একটি অস্থায়ী পাথর ভাঙার মেশিন বসিয়ে বড় বড় পাথর ভাঙা হয়। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়াই নিম্নমানের পাথর দিয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজ চালিয়ে যায় ওই বংস। তবে বিষয়টি যখন বন দফতরের নজরে আসে তখনই দৌড়বীণ শুরু হয়। বন দফতর সেই নির্মাণ সংস্থার পাথর ভাঙার মেশিন বন্ধ করলে। ঘটনাস্থল থেকে পাথর বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসে বন দফতরের কর্মীরা। অভিযোগ, পরবর্তী সময় নির্মাণ সংস্থা মুনাফার লোভে তাদের পদটি বদল করে অরুণাচল প্রদেশ থেকে নিম্নমানের পাথর এনে রাস্তা নির্মাণ করছে। ইতিমধ্যে ট্রেনযোগে দুই রেক পাথর অরুণাচল প্রদেশ থেকে রাজ্য নিয়ে আসা হয়েছে। অভিযোগ, সেই সব পাথরের গুণমান ভালো নয়। অন্যান্যসে সেগুলি ভেঙে যায়। তাই দাবি উঠছে সরকার যেন অবিলম্বে সেই দিকে নজর দেয়।

অভাবে চিন্তার ভাঁজ স্বাস্থ্য দফতরে

● **প্রথম পাতার পর** ডাক্তার দিয়ে দায়িত্ব চালানো হলেও, মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারের বড়ই অভাব। রাজ্য সরকার সম্প্রতি কোভিড নিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগামী ৩১ তারিখ পর্যন্ত মাস্ক পরা নিয়ে রাজ্যব্যাপী সচেতনতা চলবে। বছরের প্রথম দিন থেকেই স্টেট টাস্ক ফোর্সের নির্দেশ মোতাবেক আগরতলা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্টরা পথে নামবেন জরিমানা আদায়ের জন্যে। এই পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এটা বলা যায়, রাজ্যের চিকিৎসকরা আগামীদিনে বিপদের কালো মেঘ দেখছেন। কিন্তু তখন সবচেয়ে বেশি করে যে প্রসঙ্গটির প্রয়োজন পড়বে তা অস্বিজেন প্ল্যান্ট। সেই অস্বিজেন প্ল্যান্ট যদি একেটি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া চলে, তাহলে বিপদ দ্বিগুণ হবে।

মুখ দেখালো ঋষ্যমুখ

● **প্রথম পাতার পর** বিশাল চিত্র সামনে এসেছে। দক্ষিণ জেলার জেলাশাসকের সামনে এই দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠলেও অজ্ঞাত কারণে জেলাশাসক চূপ। এই ব্লকের বিডিও কিংবা রেগার দায়িত্বে যিনি আছেন তার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের দায়ে একফাইআর করার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে চূপ থাকলেন জেলাশাসক। শুধু ওই আর্থিক বছরেই নয়, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ঋষ্যমুখ ব্লকের ২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়। এতে ৪১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৭৪ টাকার আর্থিক বিচ্যুতি ধরা পড়ে। এর পরের বছর অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থ বছরে এই ব্লকে আর কোনও সোশ্যাল অডিউই হয়নি। ফলে পূর্বের রীতি মেনে একশো শতাংশ হেরাফেরা ঘটেলেও বিচ্যুতি অন্যায় আসেনি। কারণ, সোশ্যাল অডিট ছাড়া এই বিচ্যুতি সামনে আনবে কে? ফলে কত টাকার কি হয়েছে তা একমাত্র দুর্নীতিবাজেরাই বলতে পারেন। শুধু ২০২০-২১ই নয়, চলতি অর্থ বছরেও এই ব্লকে কোনওরকম সোশ্যাল অডিট হয়নি। ফলে, রাঘববোয়ালেরা গরিব মানুষের অর্থ কটাত পকেটস্থ করতে পেরেছে তা বরা যায়নি। অভিযোগ উঠছে, দুর্নীতির গোটা সময়কাল একজন সজ্জন ভূমিপুত্র আইএএস জেলার দায়িত্বে থাকা সত্বেও কার চাপে উনি নীরব ছিলেন। তার হাতে এই জেলার সর্বময় ক্ষমতা থাকলেও তিনি তা প্রয়োগ করেননি রাজনীতির বাধ্যবাধকতা থেকেই। অনেকেই মনে করেন, সেই সময় তিনি যদি এ নিয়ে নড়াচড়া করতেন তাহলে তার সামনে যোর অন্ধকার নেমে আসতো। এভাবে একজন সং নিষ্ঠাবান আধিকারিকের চোখের সামনে গরিব মানুষের টাকায় দুর্নীতির ঘটনা ঘটলেও কেন তিনি চূপ ছিলেন বলা ভালো চূপ থেকে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন?

বাঁশ গ্রামের মান্না আটক

● **প্রথম পাতার পর** থেকে আসা পর্যটক শিখা দেবনাথ ও নিলয় দেবনাথের অভিযোগ, রবিবার তারা বাঁশ গ্রামে ঘুরতে গিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে। তারা মোট আটজন বাঁশ গ্রামে প্রবেশের জন্য কাউন্টার থেকে টিকিট কাটেন। মাথা পিছু একশো টাকা করে এন্ট্রি ফি নেওয়া হয়। তাদের অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে একশো টাকা করে নেওয়া হলেও এর জন্য যে রসিদ দেওয়া হয়েছে এতে টাকার অংক লেখা ছিলো না। শুধু ক্রমিক নম্বর লেখা ছিলো। তখনই তারা এর প্রতিবাদ করেন। তাদের বক্তব্য, এন্ট্রি ফি একশো জায়গার দুইশত টাকা হলেও তাদের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু এর জন্য তাদেরকে স্লিপ দিতে হবে টাকার অংক উল্লেখ করে। ওই স্লিপে গৌ পাশ লেখা থাকলেও কোনওরকম অর্থের উল্লেখ ছিলো না। বিষয়টি নিয়ে তারা কাছা বলতে গেলে বাঁশ গ্রামের কাউন্টারে থাকা বেব্যানি দেব এমনকী পরে বাঁশ গ্রামের মালিক মান্না রায়ও তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। এরপরই তারা সুন্দরটিলা ফাঁড়ির পুলিশের কাছে বাঁশ গ্রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগ পায়ার পরই পুলিশ মান্না রায়কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে। এলাকার একাংশ যুবকের অভিযোগ, বাঁশ গ্রামে নাকি সন্ধ্যার পর অসামাজিক কাজকর্ম চলে। উল্লেখ্য, বাঁশ গ্রামের কর্ণধার মান্না রায়ের বিরুদ্ধে এর আগেও নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকায়ও প্রশ্ন উঠতে পর্যটক ক্ষেত্রে টাকার সংখ্যা বনামো তার জন্য অনুমতি নিতে হয় প্রশাসনের। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করে মাথাপিছু নেওয়া হলেও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার বাঁশ গ্রামে কলকাতা থেকে আসা পরিবারটি প্রশাসনের বিরুদ্ধেই মুখ খুলেছে।

রেজিস্ট্রেশন বিহীন বাইক উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** করার আগে দালাল ধরে ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন নম্বরও চুরি করা হয়। এইবার ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বাইক শনাক্ত হয়েছে। জানা গেছে, রবিবার দুপুরে দুর্গা চৌমুহনির নাকা পরয়েট ট্রাফিক পুলিশ এবং টিএসআর যৌথভাবে গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিল। দুর্গা চৌমুহনির নাকায় দাঁড় করানো হয় এয়ারটেল সংস্থায় কর্মরত এক যুবকে বাইকও। বাইকটির রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্স রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে থাকে পুলিশ কর্মীরা। ই-চালান মেশিনে এই জন্য পরীক্ষা করে দেখে ট্রাফিক পুলিশ। কিন্তু তারা দেখতে পান বাইকের কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বরই দেওয়া হয়নি। এমনকী ইন্সুরেন্সও নেই। বাইকের সঙ্গে যুবক একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ স্মার্ট কার্ড দেখান। কিন্তু এই নম্বরের সঙ্গে বাইকের লাগানো রেজিস্ট্রেশন নম্বরের কোনও মিল নেই। এই কারণেই বাইকটি হেফাজতে নেয় ট্রাফিক পুলিশ। দু’দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্স দেখাতে বাইক চালককে বলা হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্সই দেখাতে পেরেছেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কারণ এই ঘটনায় আবারও পরিষ্কার আগরতলায় ব্যাপকহারে চুরি করা গাড়ি এবং বাইক বিক্রি হচ্ছে। সহজভাবেই গাড়ি এবং বাইকের নম্বর প্লেট লাগানো হচ্ছে। জাল রেজিস্ট্রেশন নম্বরও বের করা হচ্ছে। এগুলি দিয়ে অপরাধ করা হচ্ছে। স্মার্ট সিটির শহরে এই ধরনের কাজ বেড়ে যাওয়ায় পুলিশের পর্যবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিভাবে সিসি ক্যামেরাগুলিকে ফাঁকি দিয়ে একের পর এক জাল নম্বরের বাইক এবং গাড়ি ঘুরছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দ্রুত এসব ঘটনায় তদন্তের দাবি উঠেছে। ডবল ইঞ্জিনের সরকারের সময় চুরির গাড়ি এবং বাইক রাজ্যেও দেদার বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও রবিবারের ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও মামলা নেওয়া হয়নি। তারা শুধুমাত্র নিজদের সাফল্য দেখাতে ই-চালান কেটে দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন বলে অভিযোগ।

হাজার হাজার রিকশা লাইসেন্সবিহীন

● **প্রথম পাতার পর** যাত্রা শুরু করেছেন। আর কয়েক মাস পরেই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে ওমিক্রন এবং নিচ্যানি নানা বিধিনিষেধ হওয়াতে জরি হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে রিকশার লাইসেন্স, টমটম বা টুকটুকের লাইসেন্স রিনিউ করার মত কাজগুলো হয়তো বেনালেই যাবে। আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ শহর জুড়ে বেসআইনিভাবে যত ফুটপাথ দখলদারি ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। সেই বিষয়ে কোভিডকালীন সময়ে তদানীন্তন পুর কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব কঠোরভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর সেই তোড়জোড়েও ঠাণ্ডা জল পড়ে যায়। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় প্রতিদিন দফায় দফায় নানা ধরনের নিয়ম ভাঙার খেলা চলছে। এই পরিস্থিতিতে রিকশার লাইসেন্সহীনতার বিষয়টি হয়তো পাতাই পাবে না। কিন্তু বিনা লাইসেন্সে যেভাবে প্রতিদিন শয়ে শয়ে, বলা ভাল কয়েক হাজার রিকশা চলাচল করছে তা নিঃসন্দেহে একটি সরকারের মুখকে কালিমালিগ্ন করে। বিস্ময়ভাষ্য নিয়ে কঠোর সরকারি তথ্য প্রশাসনিক মনোভাব সামনে প্রয়োজন, একইভাবে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এভাবে একটি শহর প্রাণের আনন্দ নিয়ে বাঁচতে পারে না। গত ২৫ বছরে কিছুই উন্নয়ন করতে পারেনি বাম সরকার— এই দাবি বর্তমান সরকারের। কিন্তু হয়তো তাক্কিরা বলবেন, আর কিছু না পারুক, বাম আমলে রিকশাগুলোর অন্তত লাইসেন্স রিনিউ হতো!

সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত বলেন, ক্রীড়া ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে কাজ করছে এগিয়ে চলেo সংঘ। এক্ষেত্রে মহিলাদের ক্রিকেট টিম গঠন সহ সহায়ক অন্যান্য পাদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ফুটবল, ক্রিকেট, মহিলা ক্রিকেট, খেলায়াড়দের সাম্মানিক প্রদান, হ্যান্ডবল, ভলিবল সহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। জেলা ভিত্তিক কিক বক্সিং প্রতিযোগিতা ও ভারত-বাংলা ছবি কবিতা উৎসব করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে নিজেদের যুক্ত রাখতে বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি হয়ে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রেও সর্বত্র সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠান শেষে এগিয়ে চলেo সংঘের ব্যায়ামাগার পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ৩২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিল্পী সেন, সমাজসেবক রূপক সাহা, ক্লাব সভাপতি চঞ্চল নন্দী প্রমুখ। এর আগে বিভিন্ন সার্জে সজ্জিত শিশুদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত র্যালি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

ঘুস নিচ্ছেন ট্রাফিক কনস্টেবল

● **আটের পাতার পর** - অথবা স্মার্ট সিটির ক্যামেরায় ধরা পড়ে না। কারণ জরিমানা দেওয়ার দায়িত্ব শুধুমাত্র রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের। হেলমেট ছাড়া রাজনৈতিক দলের মিছিলে যোরাফেরা করলেও তা দেখতে পান না সি সি ক্যামেরার সামনে বসে থাকা ‘অতি শিক্ষিত কর্মীরা’? সবই যেন নরমের উপর অত্যাচার করার মতো। এদিন দুপুরে সার্কিট হাউসের সামনে ট্রাফিক পুলিশের কর্মীকে ঘুস নেওয়ার ঘটনায় ট্রাফিক পুলিশ আইনতে শাস্তি দেবে— এমন কেউও মনে করেন না। কারণ যে ট্রাফিক পুলিশ আরোহীর হেলমেটের জন্য উঠে পড়ে শাপি দিতে নেমে পড়েন তারা নিজদেরে ভুল করছেন দেখেন না। ট্রাফিক পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, ডিএসপি কুয়েল দেববর্মার কথনাই শহরের রাস্তায় যান চলাচলের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে দেখতে পান না শহরবাসীরা। তারা শুধু সরকারি গাড়ি এবং অফিস বিল্ডিংয়ের মধ্যেই নিজেরে সীমাবদ্ধ রাখেন বলে অভিযোগ। এই অফিসাররা ব্যস্ত থাকেন প্রত্যেক মাস শেষে ই-চালনে মাধ্যমে কর টাকা রোজগার করে দিতে পারছেন। ট্রাফিক পুলিশের সাফল্য এখন জরিমানার টাকা আদায় করার উপর নির্ভর করে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে যান দুর্ঘটনা বাড়ছে। প্রত্যেকদিন ট্রাফিক পুলিশের নিঃ স্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে অজ্ঞত অভিযোগ উঠছে ঘুস চাওয়ার। কিন্তু এসব মোকাবেলা করতে ট্রাফিক পুলিশের এসপি, ডিএসপি, ইনসপেকটরদের রাস্তায় প্রতিনিয়ত ঘোরাফেরা করতে দেখতে পান না শহরবাসীরা। এরই সুযোগ নিয়ে সার্কিট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশের এই কর্মীর মতো আরও অনেকে সরকারি ঘরে টাকা না দিয়েই যান চালকদের টাকায় পকেট ভরতে ব্যস্ত। এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে নাগেরজলা, চন্দ্রপুরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের বিরুদ্ধেও।

আশিস দাস

● **প্রথম পাতার পর** এদিন ধর্মনগরের বাগবাসার চাঁনপুর বাজারে এক দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে তার ধর্মনগর যাওয়ার কথা ছিলো। আশিসবাবু জানিয়েছেন, ধর্মনগর থেকে দলীয় কর্মীরা নাকি তাকে ফোনে জানিয়েছেন, ওখানে বাইক বাহিনী ঘোরাঘুরি করছে। ফলে, তার ধর্মনগর যাওয়া নিরাপদ হবে না। কর্মীদের কথা শুনে গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি কুমারঘাটের দিকে রওনা হয়েছিলেন। তখন তার গাড়ি ভিলেথ বাজারে আসতেই ঘিরে ধরে একদল দুকুতিসারী। এরপর তার উপর শুরু হয় মারপিট। মারতে মারতে তার গায়ের সোয়েটার ছিড়ে ফেলে এবং তাকে বেধড়ক পেটায়। পরে কোনওক্রমে স্থানীয় লোকজন্দের সাহায্যে প্রাণে বেঁচে পানিসাগর থানায় এসে আশ্রয় নেন আশিসবাবু। সেখান থেকেই সামাজিক মাধ্যমে লাইভও করেন তিনি। এদিন আশিসবাবু বলেছেন, যারের হাতে এদিন অক্লান্ত হলেন তিনি সেই সরকারকে প্রতিষ্ঠা করতে বিপ্লব দেবের আগে থেকেই তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে এ জন্য তার অবদানের কথাও তিনি এদিন উল্লেখ করেছেন। তার উপর হামলার জন্যে এদিন মৃত্যু মুখামুখী বিপ্লব কুমার দেবকেই দায়ী করেছেন আশিসবাবু।

কৃষকের ঘর

● **তিনের পাতার পর** সিলিভারের আগুন দ্রুত গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যেই মজুত করা হয়েছিল সম্প্রতি জমি থেকে কেটে আনা প্রচুর পরিমাণে ধান। এগুলিও আগুনে নষ্ট হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

● **আটের পাতার পর** - মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করে স্থানীয়রা। পুলিশ এখন ঘটনার কি তদন্ত করে সে দিকেই তাকিয়ে সবাই। মৃত সজল রক্তদপায়ের পরিবারে স্ত্রী এবং এক ছেলে ও মেয়ে আছে। তারা এই ঘটনায় একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

ফিরলো পুলিশ

● **আটের পাতার পর** - স্বপন মালাকারকেও। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পুলিশের এই অভিযান কি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য। কারণ, স্বপন মালাকার নেশা কারবারের সাথে জড়িত তা এলাকার সবাই জানলেও পুলিশ না জানানর ভান করেছে। তারা চাইলে অবশ্যই স্বপন মালাকারের সহযোগী আরেক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিতে পারতো। কারণ সেই সহযোগীর বাড়িতেই নেশা সামগ্রী আগোড়াগে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

আত্মঘাতী গৃহবধু

● **আটের পাতার পর** - অন্যদিকে অমলের দাবি, আকাশের কারণেই তার স্ত্রী মারা গেছে। তার প্রত্যরণার পরই এখন এই অবস্থা। সামাজিক মাধ্যমে তার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এদিকে মল্লিকার মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য দেখা দিয়েছে। অনেকের সন্দেহ স্বামীর অত্যাচারেই প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন মল্লিকা। তাকে আবার বাড়িতে এনে অপমানিত করা হচ্ছিল। এই কারণেই তিনি মারা গেছেন। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্তেরও দাবি উঠেছে।

সেমিফাইনাল

● **সাতের পাতার পর** সেমিফাইনালে জয়গাঁ করে নিয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। আগামীকাল সিএইচবি মাঠে উত্তর ঐেখমা স্কুল বনাম কসমোপলিটন এবং এনসিপি মাঠে নিশিকুমার মুড়াসিং পিসি বনাম জেলাইবাড়ি স্কুল সেমিফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

দীনেশ কুমার

● **সাতের পাতার পর** রেটিং বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। অভিজ্ঞান ঘোষ, বি রোসিকা এবং রাজবীর-র মতো দাবাড়ুরা আসরে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। এটাও বড় পাওনা।



কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং-এর সঙ্গে সরকারি আবাসে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আমবাসার গেরুয়া অন্দরে মরুঝাড়!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর ফিরে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমবাসার গেরুয়া শিবিরে রীতিমত টনেডো বইছে। শনিবার অপরাহ্নে ঘটে যাওয়া এই নজিরবিহীন কাণ্ডের উদ্ভূত তাৎক্ষণিক বোঝা না গেলেও রবিবার সকাল থেকেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের সবোচ্চ ক্ষমতার পদাধিকারী আমবাসার একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে মাত্র তিন মিনিটের মাথায় রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফিরে গেছেন রাজধানীতে। এটাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারছেন না। ফলে সর্বত্র কেবল একই আলোচনা-সমালোচনা। বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের অধিকাংশই এই ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আয়োজকদের সমালোচনা।

যা আমবাসার প্রতিটি মানুষের জন্য একটি লজ্জাদায়ক ঘটনা বলেই তাদের অভিমত। শাসক নেতৃত্বের ওই অংশটি সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল তুলছে এই রাজকীয় উৎসবের প্রধান এবং একমাত্র আয়োজক তথা সাংসদ রেবতী প্রিপুরার দিকে। আমবাসায় মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত অনুগত এক প্রভাবশালী নেতা এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমবাসার বৃকে এত বিশাল একটি আয়োজন করেছেন সাংসদ কিন্তু স্থানীয় নেতাদের সাথে তেমন যোগ জিজ্ঞাসাই করেন নি। উৎসবের চারদিন আগে একটি প্রস্তুতি মিটিং করেন বটে তবে তা নামাকাওয়াস্তে। সাংসদ সবকিছু নিজের হাতের মুঠোয় কুক্ষিগত করে রাখেন। দলীয় সংগঠনকে কাজে লাগানো বৃহদূর, কাছেই খেঁষতে দেননি। যার পরিণাম এই অনতিপ্রেরিত ঘটনা। ওই নেতা আরও বলেন যে, সাংসদ

ভেবেছিল যে সন্ধ্যায় বড় বড় গায়কদের উপস্থিতি শুনে দুপুরেই মানুষ চলে আসবে এবং মাঠ ভরিয়ে দেবে। কিন্তু বাস্তব অন্যরকম। দুপুরে নেতা-মন্ত্রীদের ভাষণ শোনার জন্য মাঠ ভরাতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি যা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সাংসদ ব্যবহার করে নি। ফলে নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট পরে এসেও মুখ্যমন্ত্রী দেখেন অনুষ্ঠানস্থল গড়ের মাঠ। এমনকি ঘণ্টায় মাত্র দু’জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে করোনামুক্ত হয়েছেন ৭জন। রবিবার সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, আরও ৪৮জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসারীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগী নামলো ৬ হাজারে। এই সময়ে মুতার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫২ জন।

আগুনে পুড়লো কৃষকের ঘর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৬ ডিসেম্বর ।। আগুনে পুড়ে ছাই এক কৃষকের ঘর। অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যায় ঘরে থাকা প্রচুর পরিমাণে ধান। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ এই ঘটনা কমলপুর মহকুমার জামখুম এলাকায়। এই এলাকাতেই জামখুম ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের পাশে মিতামত্বেই হালমের ঘরে আগুন লাগে। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ। আগুনে দ্রুত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা। খবর পেয়ে সালেমা থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই পুড়ে যায় রান্না ঘর-সহ একটি বসত ঘর। ঘরগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ধান রেখেছিল কৃষক পরিবারটি। কিভাবে এই অগ্নিকাণ্ড তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি দমকলের কর্মীরা। এলাকাবাসীদের সাহায্যে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনলে আরও বহু ঘর পুড়ে যেতে পারতো বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানাতে পারেননি দমকলের কর্মীরা। মিতামত্বেই হালমের পরিবারের লোকজনদের দরি, আগুনে প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। ঘরের মধ্যে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। এগুলি থেকেও আগুন লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

গ্যাস লিকেজে আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। গ্যাসের লাইন কাটা পড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের রামনগর ১নং রোড এলাকায়। রবিবার সকালেই অনিমেব দে’র বাড়ির পাশে টিএনজিসিএল’র গ্যাসের লাইন কাটা পড়ে। রামনগরের যুব সংঘ ক্লাবের কাছেই একটি বাড়ির উপর দিয়ে টিএনজিসিএল’র পাইপ লাইন টানা হয়েছিল। জানা গেছে, ওই জায়গাতেই বড় ফ্ল্যাট তৈরি করা হচ্ছে। জায়গাটি হচ্ছে বিক্রম রায়চৌধুরী নামে এক শিক্ষকের বাড়িতে। শ্রমিকরা ফ্ল্যাটের জন্য মাটি কাটার কাজ করতে গেলে পাইপ লাইন লিক হয়ে যায়। শ্রমিকরাও জানতেন না এই বাড়ির উপর দিয়ে টিএনজিসিএল’র পাইপ লাইন টানা হয়েছে। কারণ গ্যাসের লাইনটি টানার সময় বাড়ির লোকজনদের জানানো হয়নি। যে কারণে বাড়ির মালিকও জানতেন না। খবর পেয়ে টিএনজিসিএল’র কর্মীরা ছুটে আসেন। তারা মূল লাইন কেটে দেন।

বুলডোজার শিশুবিহারের পাশের দোকানে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের কাছে ফুটপাথের দোকানগুলি গুঁড়িয়ে দিলো প্রশাসন। বহু বছর ধরে চলে আসা চা, পান, টিফিনের দোকানগুলি রবিবার সকালেই পুর নিগমের টাক্সফোর্স গিয়ে ভেঙে দেয়। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন কয়েকজন ছোট দোকান। এর মধ্যেই রয়েছে এক চা বিক্রেতা মহিলাও। তিনি জানান, এই দোকান দিয়েই সন্তানদের পড়াশোনা করাতেন। এখন এর উপায় রইলো না। এদিন শিশুবিহার স্কুল থেকে সপ্তসিন্ধু ক্লাব পর্যন্ত রাস্তার পাশে ফুটপাথের দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এই অভিযানটি হয়। পুলিশ প্রশাসনের অভিযানে দ্রুতভাবেই সব দোকান ভাঙা হয়। অনেক আগেই এই রাস্তা দিয়ে বেসরকারি যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছিল। সপ্তসিন্ধু ক্লাবের



পাশেই অধ্যক্ষের সরকারি আবাস। এরপর দুটি স্কুল। বহু বছর ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসের লাইনে বেশ কিছু দোকান গজিয়ে উঠেছিল। বাউন্ডারি ওয়ালের সঙ্গে এই দোকানগুলিতে সকাল এবং সন্ধ্যায় ভিড়ও হয়। বিশেষ করে দুটি

স্কুলে ছেলেমেয়েদের দিতে এসে অভিভাবকরা চা, টিফিন খেতে থাকেন। এটাই তাদের রোজগার। কিন্তু এসব দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কী কারণে এই দোকানগুলি ভাঙা হয়েছে তা নিয়ে কারোর কোনও বক্তব্য নেই।

নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে কিনা এ নিয়েও কোনও অধিকারিকের বক্তব্য নেই। তবে ছোট দোকানিদের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার নামে উঠিয়ে দিলেও তাদের বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা তাও বলা হয়নি।

সরকারকে গেজেটেড

অফিসারদের অভিনন্দন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। গত ২৩ ডিসেম্বর রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরের ফিডার পোস্ট থেকে ২৬৮ জন আধিকারিককে টিসিএস গ্রেড-টু পদে পদোন্নতি দিয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের জন্য খুশি গেজেটেড অফিসার সংঘ।



জনকল্যাণকর সেবায় নিয়োজিত আছেন, তাই আগামী দিনে কাজ করতে তাদের সুবিধা হবে। তাদের জন্য নতুন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে না। কারণ, সবাই প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তারা জানান, ১০ বছর ধরে এই পদোন্নতি

আটকেছিল। বিগত সরকারের চরম উদাসীনতা এবং কর্মচারী বঞ্চনার মানসিকতার জন্যই সমস্ত দফতরে পদোন্নতি প্রক্রিয়া আটকে ছিল। গেজেটেড অফিসার সংঘ প্রতিনিয়ত সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল যেন কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব দেখিয়ে আইনি জালত্যা কাটিয়ে পদোন্নতি দেওয়া হোক। বর্তমান সরকার শেষ পর্যন্ত এক সাথে ২৬৮ জন আধিকারিককে পদোন্নতি দিয়েছেন। তাদের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সব অংশের কর্মচারী এবং আধিকারিকরা খুশি হয়েছেন।

জগন্মঙ্গল সাধন ও স্বামী স্বরূপানন্দ

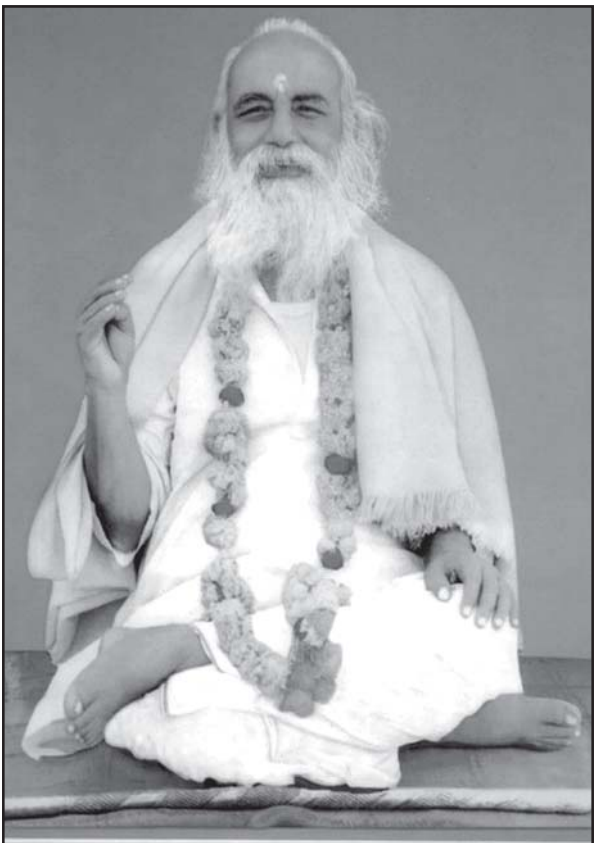
অযাচক ঋষি, অভিক্ষু সন্ন্যাসী পরমপূজাপাদ আচার্যবরিশ্রুত অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব—ভক্তদের প্রাণপ্রিয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রী বাবামণি তাঁর সুমহৎ জীবনটি উৎসর্গ করেছিলেন জগৎকল্যাণ-কর্মে। জগন্মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর পরম ও চরম অভীষ্ট। শ্রীশ্রী বাবামণি প্রবর্তিত ধর্মীয় দর্শন ‘অখণ্ড-দর্শন’ বা ‘অখণ্ড-ধর্ম’ নামে পরিচিত। এই দর্শনের মূল কথা — ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের জন্য ঈশ্বর সাধন নয়, পরস্তু নিখিল বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সর্বস্বার্থ কুশল ও মুক্তিলাভই একমাত্র কাম্য।

শ্রীশ্রী বাবামণি কখনোই নিজেকে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত বা প্রবৃদ্ধি করতে চান নি। কাউকে পরোক্ষভাবেও কখনো দীক্ষা নেবার কথা বলেননি। এ সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি — “সভাস্থলে বক্তৃতায় পরোক্ষভাবেও আমি দীক্ষার কথা বলি না, বিশুদ্ধ আলাপে সুকৌশলেও আমি দীক্ষার ইঙ্গিত

দেই না, পত্র লিখিতে বসিয়া কাহাকেও দীক্ষার পরামর্শ বা উৎসাহ প্রদান করি না” (অঃ সং ১৩ খণ্ড/পৃষ্ঠা- ২০৩)। বরং আজীবন তিনি সকলকে ‘মানুষের মতো মানুষ’ হবার প্রেরণা দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন। পত্রে, পুস্তকে, চিত্রে প্রদর্শনীতে, ভাষণে আর সঙ্গীতে কেবল বলেছেন — সংঘনী হও, সদাচারী হও, জিতেন্দ্রিয় হও, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ হও, আত্মগঠন কর, চরিত্রবল লাভ কর। তথাপি ব্যাকুল দীক্ষার্থীরা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জীবন ধন্য ও সার্থক করতে চেয়েছেন। ভক্তদের আত্মহাতিশয্যে তিনি স্ত্রী-শুদ্র নির্বিশেষে আচড়াল ব্রাহ্মণে মহামন্ত্র প্রণবের অধিকার প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত দীক্ষায় জগন্মঙ্গল সাধন বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ শুধু দীক্ষা নিলেই হলো না, জগন্মঙ্গল সংকল্প ছাড়া। সেই দীক্ষা-মন্ত্র উচ্চারণের কোনো অধিকারই স্বীকৃত হলো না। এমনকি,

নিজেকে তাঁর শিষ্য বলে পরিচয় দেবারও কোনো যোগ্যতা রইলো না। এজন্যই অখণ্ডমণ্ডলই দীক্ষাযোগ্য প্রাপ্ত মহামন্ত্র প্রণব জপের পূর্বে জগন্মঙ্গল সংকল্পের অঙ্গস্বরূপ “ওঁ জগন্মঙ্গলোহং ব্রহ্মমি” — আমি জগতের মঙ্গলকারী হচ্ছি, আমার দেহ-মন-প্রাণ আত্মা সব জগতের মঙ্গলের জন্য তৈরি হচ্ছে — এইরূপ পবিত্র চিন্তাটি ভালোভাবে করে নিয়ে তারপর বসতে হয় সাধনে। অখণ্ড দীক্ষার এটাই প্রধান বিশেষত্ব। এ সম্পর্কে শ্রীশ্রী বাবামণি বলেছেন — “ওঁকার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দিলাম, আর আমি একজন আমার শিষ্য হয়ে গেল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এ দীক্ষায় দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব জগন্মঙ্গল চিন্তার দায়িত্ব। জগন্মঙ্গল চিন্তাটি ভালোভাবে করে তারপর বসতে ওঁকার সাধনে।” (অঃ সং ১৯ খণ্ড / পৃঃ ৭১)। অখণ্ডরা যে শুধু নিজের সুখ কিংবা নিজের স্বার্থ সাধন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না, তাদের

ড. রঞ্জিত কুমার দেব



ত পন্থা যে জগতের সকলের কল্যাণের জন্য, একথা শ্রীশ্রী বাবামণি প্রত্যেককে স্মরণ রাখতে বলেন — “যতজন আমার নিকটে দীক্ষা নিয়াছ, প্রত্যেকে মনে রাখিও, ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য এই দীক্ষা নিলেই হলো না, জগন্মঙ্গল সমগ্র জগতের মঙ্গলের দিকে তাকিয়া। সূতরাং সাধনভজন করে আত্মকুশলবল হও, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকুশলাধার হও।”

শ্রীশ্রী বাবামণি বলেছেন যে, চিন্তার শক্তি অসীম। অহর্নিশ জগন্মঙ্গল চিন্তা করতে করতে কিছু না কিছু

জগতের কল্যাণকর কাজ করার রুচি প্রবৃত্তি জাগে। সূতরাং কেউ যদি অবিরাম জগন্মঙ্গল চিন্তা করে, তবে তার দেহ নিজের অজ্ঞাতসারেই জগন্মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয় — যেমন লোভের জিনিস চিন্তা করতে করতে দেহ অজ্ঞাতসারে সেইদিকে যায়। তাঁর মতে — “কামুক ব্যক্তি অভীষ্পিতা রমণীর চিন্তা করতে করতে অজ্ঞাতসারে তার গৃহসমীপে উৎপন্ন হয়। সেদို့ ব্যক্তি রসগোপার চিন্তা করতে করতে নিজের অজ্ঞাতসারে বাগবাজারে গিয়ে উপস্থিত হয়। ঠিক তেমনি,

সর্বজীবের হিত চিন্তা করতে করতে মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে সর্বজীবের হিতজনক কার্যেই হতে যায়। আমি যতই স্বার্থপর হয়ে থাকি না কেন, যদি অবিরাম ‘জগতের মঙ্গল জগতের মঙ্গল’ বলে চিন্তা করে যেতে থাকি, তবে হঠাৎ একদিন তাকিয়ে দেখবো, কোন্ দিন আমার অজ্ঞাতে আমি স্বার্থপরতার গতি অতিক্রম করে জীবনব্যয় রত হয়ে গেছি” (অঃ সং ৯ খণ্ড / পৃঃ ১১৬)।

শ্রীশ্রী বাবামণি ছিলেন অভিক্ষু সন্ন্যাসী। শিক্ষা করবো না, অথচ জনকল্যাণ করবো, জনসেবা করবো — এই ছিল তাঁর একমাত্র রত। যে দেশে হাত পাতলেই বলা-বাখত অর্থাৎ মিলে, সে দেশে অভিক্ষার দুস্তর সমুদ্রে কে ভেলা ভাসাবার সাহস করবে? কিন্তু শ্রীশ্রী বাবামণি আদর্শ নিষ্ঠার কারণে, পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার প্রয়োজনে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনের উপর ভিত্তি করে ‘অযাচক আশ্রম’-এর মতো একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে পৃথিবীর বৃকে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই আশ্রম তার অর্থের উৎস নিজে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য শ্রীশ্রী বাবামণিকে নিজের বৃকের পাজিরে শাবল চালাতে হয়েছে, নিজের হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি রক্তবিন্দুর বিনিময়ে অর্থার্জন করতে হয়েছে। নিজেরই রচিত পুস্তক ‘নিজেই রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে তাঁকে এই আশ্রম চালাতে হয়েছে। নিজেরই গবেষণালব্ধ ওষুধ নিজেই তৈরি করে দেশে দেশে বিক্রি করে আশ্রম-কর্মীদের অন্ন, বস্ত্র তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এভাবে জীবনের সমগ্র পরমায়ুটাই তিনি জগৎকল্যাণে আয়োজসর্গ

করেছেন। অথচ তিনি যদি চাঁদা সংগ্রহ করতেন তবে অনায়াসেই জীবনসেবার কর্মটি মাত্র কয়েক বছরে সম্পন্ন করতে পারতেন। কিন্তু শ্রীশ্রী বাবামণি তা করেননি, চানও নি। তাঁর মতে, যদি পঞ্চাশ বছরের হাড় ভাঙা পরিশ্রমেও একটি স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান গড়া যায়, তবে জগতে আত্মশক্তির জয়জয়কার হবে। অলস আর পরনির্ভরতার পরিবর্তে পৌরুষের জয় ঘোষিত হবে। বাস্তবিকই, সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনের উপর ভিত্তি করে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব কিনা — এ বিষয়ে সম্ভবত কোনো পরীক্ষা শ্রীশ্রী বাবামণি ছাড়া জগতে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রী বাবামণি সফলতার সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো একটাই — জগতের সর্বস্বার্থ কুশল। তিনি নিজেই বলেছেন — “জগতের সর্বস্বার্থ কুশলের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি আমার প্রতিটি চিন্তা, কথি, প্রতিটি বাক্য বলছি, প্রতিটি কর্ম করছি। আমার জীবনের আর কোনও অভীষ্ট নাই, আর কোনও লক্ষ্য নাই। ... আমি দল চাই না, সম্প্রদায় চাই না, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, মহত্ত্ব বা গুরুত্ব কিছুই চাই না, আমি চাই নিখিল ভুবনের নিঃশেষ সন্ধ্যা (অঃ সং ২১ খণ্ড / পৃঃ ৭৫)।”

শ্রীশ্রী বাবামণি জগদ্বাসীর জন্য আবাল্য যে শ্রম অকাতরে করে গিয়েছেন, তা করেছেন নীরবে নিভৃত্তে। রঙ্গমঞ্চের দীপ্ত আলোকের সামনে নিজেকে কখনোই তুলে ধরার কোনো প্রয়াস তিনি করেননি। তাঁর সমস্ত আত্মদান নেপথ্যে। তাঁর প্রবর্তিত চরিত্র গঠন আন্দোলনও তাঁর

জগন্মঙ্গল সাধনেরই এক অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য এক নব মহাজাতি সৃষ্টি। শ্রীশ্রী বাবামণি তাঁর দিব্য নয়নে ভবিষ্যৎ সমাজের এক অন্ধকারায় চিত্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বুকে ছিলেন যে মানুষ একদা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমস্ত সীমা অতিক্রম করবে। কিন্তু সেদিন সবচেয়ে বেশি অভাব হবে ‘চরিত্রের’। তাঁর ভাষায় — “আমি পঞ্চাশ বৎসর পরের ভারতবর্ষকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি দারিদ্রের হাহাকার, শুনতে পাচ্ছি নারীর আত্মনাদ, দেখতে পাচ্ছি যৌবনের নিরাশ্রয় অধঃপতন” (অঃ সং ২৪ খণ্ড / পৃঃ ১৮০)। দেশ-সমাজ-জাতিকে এই আসন্ন সংকটের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যই তিনি এই অভিনব চরিত্র গঠন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সেদিন বলেছিলেন— “ধনী হও, দরিদ্র হও, বিদ্বান হও, মূর্খ হও, হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রিস্টান হও, বৌদ্ধ হও, তোমাদের প্রত্যেককে কিন্তু আমি একটা কথা নিঃ সংকোচে বলতে পারি যে, চরিত্রহীনতা বর্জন কর, খলতা-প্রবঞ্চনা পরিহার কর, সংঘম পালন কর। ... নিজ ভবিষ্যদ্বাণীয়েরা যাতে অটুট স্বাস্থ্য, অনমনীয় চরিত্রবল ও সর্বজীবে প্রেমবৃদ্ধি নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে, তার অনুকূল করে জীবনের প্রতিটি কর্ম। ... তুমি যদি মানুষ না হও, হও একটা আত্ম জানোনের, তবে যে তোমার ঘরে মনুষ্যকৃতি জানোয়ার সব আবির্ভূত হবে। ... আমার জীবনের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত ধ্যান, সমস্ত আরাধনা যে তাতে বার্ষ হয়ে যাবে। তারই জন্য আমার একমাত্র

● এরপর দুইয়ের পাতায়

দেশে দুই বিচারধারার লড়াই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। দেশের পরিস্থিতি সাধারণ নয়। কারণ, দেশ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। অনেক বড় যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধ আত্মার জন্য। একটি দলকে ক্ষমতায় আনা চ্যালেঞ্জ নয়। দেশের ভবিষ্যতের জন্য এই লড়াই। এক বিচারধারা গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, ভগৎসিং, আশ্বেদকর, স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত যারা চান দেশে সব অংশের মানুষের অংশদারিত্ব থাকুক। দ্বিতীয় বিচারধারা গভসে, সাভারকারদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, যারা চান বাছাইকৃতদের হাতে দেশের ক্ষমতা থাকুক। দুই বিচারধারার মধ্যে এখন লড়াই চলছে। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা শচিন রাও। তিনি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবির উপলক্ষে তিনি রাজ্যে আসেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা তুলে ধরেন তিনি। শচিন রাও বলেন, দেশের পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন অংশের মানুষের উপর আঘাত নেমে আসছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা দখল করা হচ্ছে। সবই ওই সংঘর্ষের অংশ। কংগ্রেস সর্বদা নির্ভয়তা এবং সত্যতার জন্য লড়াই করে। কর্মীদের সেই বিচারধারায় মজবুত করতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সব রাজ্যের নেতাদের নির্দেশ জারি করেছে। তিনি বলেন, পোলিং এজেন্ট হওয়ার মধ্যেই যেন কর্মীরা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ না রাখেন। দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের দলীয় বিচারধারা সম্পর্কে জানতে হবে। দেশ জুড়ে এখন সেই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি জানান, অসম, রাজস্থানে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ত্রিপুরার পর হিমাচল প্রদেশেও তারা প্রশিক্ষণে অংশ নেবে। পরবর্তী সময় জেলা ও ব্লক স্তরের নেতাদের নিয়েও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রীজিৎ সিনহাও উপস্থিত ছিলেন।

আজ রাতের ওষুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেঘ : দিনটিতে আর্ষিক স্বচ্ছলতা থাকবে। নতুন কোন কাজের পরিকল্পনা থাকলে দিবাভাগেই সেরে ফেলা দরকার। ব্যবসায়ের উপার্জন বৃদ্ধির যোগ আছে।

বৃষ : দিনটিতে একটু বুকে ঝলতে হবে। অর্থাৎ বাক্য সংঘর্ষের প্রয়োজন। সিদ্ধান্তগত ভুলের জন্য কিছুটা ক্ষতি হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু না করাই শ্রেয়।

মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের পক্ষে শুভ। শারীরিক কষ্টভোগ হলেও তা সাময়িক স্থায়ী। কষ্টভোগের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুখ শান্তি বজায় থাকবে।

কর্কট : দিনটিতে মানুষের কাছে গ্রহযোগ্যতা বাড়তে পারে। পেশার মাধ্যমে প্রশংসার পাশাপাশি অর্থাগমও হবে। কেউ কেউ নতুন করে রোমাঞ্চে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

সিংহ : দিনটিতে আপনার জমে থাকা বহু সুযোগের অভাবে কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এখন তা করার উপযুক্ত সময়। আপনার জন্য পরিবেশ অনুকূলেই আছে।

কন্যা : দিনটিতে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ হবে জাতক-জাতিকা নির্ভেই। সামান্য ব্যাপারে শান্তি নষ্ট হবে। গুপ্ত শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

তুলা : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সক্রিয় থাকবে। কোনো রূপ পরিকল্পনা কারো সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকলে ভালো করবেন। উত্তেজনার

বাম যুবাদের গণ-অবস্থান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ ডিসেম্বর।। শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের বিক্ষোভ কর্মসূচি সারা রাজ্য জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। রবিবার শিক্ষায় বেসরকারিকরণ ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে দুই ঘণ্টার ছাত্র যুব অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেয় চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। এসএফআই, ডিওয়াই এফআই, টিএসইউ, টিওয়াইএফ'র খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে এদিনের এই কর্মসূচি। বেলা বারোটায় শহরের কবিগুরু

পার্কের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে হয় গণ-অবস্থান। এদিনের গণ-অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই'র রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পাল, এসএফআই-র বিভাগীয় সম্পাদক নারায়ণ নমঃ দাস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য যুবনেতা পলাশ ভৌমিক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি বলেন, রাজ্যে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর

আক্রমণ অন্যদিকে কর্মসংস্থানের পথও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন তিনি। এই ৪৫ মাসে বিজেপি-আইপিএফটি জোট শাসনে রাজ্যের কেউ ভালো নেই বলে দাবি করেন তিনি। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে লোক নিয়োগ এগুলি প্রত্যাহার করার দাবি রাখেন তিনি। এছাড়াও বর্তমান জোট সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির অভিমুখ পরিবর্তনের দাবিতে দুর্বীর আন্দোলনের আহ্বান জানান ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সমালোচনায় সংযুক্ত কিষান মোর্চা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং টোমার নাগপুরে এক সভায় আবার সংসদে ফিরিয়ে নেয়া তিন কৃষি আইন আবার ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানান। পরে অবশ্য তিনি নিজের বক্তব্য থেকে ঘুরে আসেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর এই ধরনের বক্তব্য নিয়ে সরব হয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। সংগঠন মনে করছে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের হুমকি দিতে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। সংযুক্ত কিষান মোর্চার পক্ষে পবিত্র কর বলেন, মোদি সরকারের এই চিন্তাভাবনা ভারতবাসী ও অমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার শামিল। সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট অভিযোগ করছে কৃষিমন্ত্রীর এই হুমকি কর্পোরেটের হয়ে কাজ। কৃষিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় কর্পোরেটদের সাথে সাম্রাজ্যবাদীরা যারা বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আইএমএফ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধি, তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কৃষিমন্ত্রী এই বক্তব্য রাখছেন।

কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য সরকারের গোপন কার্যক্রম কিনা সেটা প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট করতে সংযুক্ত কিষান মোর্চা অনুরোধ জানিয়েছে। সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চায় ভারতের কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ এই ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। সংযুক্ত কিষান মোর্চা মনে করে, প্রধানমন্ত্রী মোদি হচ্ছেন ” সরকার কর্পোরেটদের দ্বারা, কর্পোরেটদের জন্য” তাদের প্রতিনিধি। আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই কৃষকরা কর্পোরেটদের সাথে গড়ে ওঠা মোদি সরকারের এই শাসন সমূলে উৎপাটন করে দিতে দেশের কৃষক সব সময়ই প্রস্তুত।

সংযুক্ত কিষান মোর্চা মনে করিয়ে দিতে চায় কৃষক আন্দোলন শেষ হয়ে যায় নি। কৃষকরা কালো কৃষি আইন বাতিলের লড়াই চলছে ও চলবে কৃষক আন্দোলন সাময়িক স্থগিত হয়েছে মাত্র। আগামী ১৫ই জানুয়ারি সংযুক্ত কিষান মোর্চা সাধারণ সভায় বসে পরিষ্টিত পর্যালোচনা করবে এবং বাকি

অমীমাংসিত দাবিগুলি নিয়ে, বিশেষ করে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধার্য, বিদ্যুৎ বিল বাতিল (বেসরকারিকরণ), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে বরখাস্ত ও গ্রেফতারের দাবি থেকে সংযুক্ত কিষান মোর্চা এক ইঞ্চিও নড়ছেন। সংযুক্ত কিষান মোর্চা স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ একতা দেখিয়েছে প্রমাণ করেছে কৃষক একতা, কর্পোরেটারাজ, ও উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াই কোন্ মাত্রা দিতে পারে। সেই জন্য সংযুক্ত কিষান মোর্চা আগামী ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা সারা ভারতে যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তাকেও সমর্থন জানিয়েছে। কারণ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জন্য আনা দাবিগুলির মধ্যে চারটি শ্রমক্ষেত্রে প্রত্যাহার, কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা, সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করার উদ্যোগ থেকে সরকারের সরে আসতে বাধ্য করা, বণ্য বৃদ্ধির মধ্যে গণ বন্টন ব্যবস্থাকে রক্ষা করা ও বেকারের কর্মসংস্থানের

আমার ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। হে পাটাইটিচ স ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার বার্ষিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘আমার ত্রিপুরা সুস্থ ত্রিপুরা’ নবম বর্ষে আগামী এক জানুয়ারি সন্ধ্যা পাঁচটায় আগরতলার রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল দশটা থেকে শুরু হবে মহিলাদের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা (সিএমই)। সি এম ই-তে আলোচনা করবেন কলকাতার বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা: মধুহুন্দা কর, বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট ডা: শর্মিলা টুকরাল, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: সুপ্রদীপ কুন্ডু, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা: কৃষ্ণ বসু রায় ও ডা: জোতির্ময় পাল। আলোচনা করবেন রাজ্যের বিশিষ্ট চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা: মুকুট রায়, ডা: জে এল বৈদ্য, ডা: সোমা সাহা, ডা: অপরাজিতা পাল। সন্ধ্যা পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সচেতনতামূলক আলোচনা সভা। উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও নারী ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত থাকবেন পদাধী জিম্যাস্ট দীপা কর্মকার। স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা করবেন কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক অতিথিরা। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ‘ডক্টর অব দ্য ইয়ার’ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত হবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠান হবে রাজ্য সরকারের কোভিড বিধি অনুসরণ করে।

মাও সেতুংকে স্মরণ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক মাও সেতুংকে শ্রদ্ধা জানালো সিপিআইএম। রবিবার ছিল তার ১২৯তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে দলের রাজ্য কার্যালয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী-সহ অনা নেতারা। মাও সেতুং-এর কথা বলতে গিয়ে জীতেন চৌধুরী জানান, আজ থেকে ১২৮ বছর আগে এমনই দিনে ১৮৯৩ সালে তার জন্ম হয়েছিল। চিনের সম্রাট কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাও সেতুং। তার জন্মদিনটি সারা বিশ্বে শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হয়। গোটা পৃথিবীর জন্য অবদান রেখেছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় মানুষের কষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন মাও সেতুং। এর পর ধীরে ধীরে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন তিনি। চিনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। তার হাত ধরেই ১৯৪৯ সালে চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। সেই চিন এখন বিশ্বের অন্যতম দেশ। তারা সব ক্ষেত্রে এগিয়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া চিনকে কোণঠাসা করতে চাইছে।

শেষকৃত্যে আসছেন বিদেশিরাও



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। আগরতলার বেণুবন বিহার বৌদ্ধ মঠের প্রয়াত অধ্যক্ষ অক্ষয়াদ মাহাথ্লেও’র শেষকৃত্যে অংশ নেবেন বিদেশিরাও। শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ভিক্ষুরা রাজ্যে

আসবেন। আগামী ৮ জানুয়ারি বিলোনিয়ার রতনপুর গ্রামের রত্নাগিরি বৌদ্ধ বিহারে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। গত ২০ জুলাই তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। এতদিন ধরে তার নিখর দেহ সংরক্ষিত করা হয়েছে রত্নাগিরি বৌদ্ধ বিহারে। রবিবার আগরতলায়

সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সেই বৌদ্ধ বিহারের দায়িত্বপ্রাপ্তরা গোটা আয়োজন সম্পর্কে কথা বলেন। তারা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে ৮ জানুয়ারির কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান রাখেন। বেণুবন বিহারের অধ্যক্ষ ৮৪ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন।

সিপিআই’র প্রতিষ্ঠাদিবস

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রবিবার সারা রাজ্যে যথাযথ মর্যাদার সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৯৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হয়। সিপিআই রাজ্য দফতর রুনু দাস ভবনে সকাল ৯টায় রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে পার্টির ৯৭তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। সকাল সাড়ে ৮টায় সিপিআই সদর বিভাগীয় দফতর বীরচন্দ্র দেবকর্মা মিলন বৈদ্য, সিপিআই নেত্রী তুলসী দাস কপালি-সহ পার্টি নেতৃবৃন্দ। কমলপুর মহকুমার মানিকভাভারে যথাযথ মর্যাদার সাথে সিপিআই-এর ৯৭তম প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই রাজ্য পরিষদের অন্যতম সহ-সম্পাদক রাসবিহারী ঘোষ। কুমারঘাট মহকুমার কাঞ্চনবাড়ীস্থিত সিপিআই মহকুমা দফতর রাখাল রাজকুমার ভবনে পার্টির প্রতিষ্ঠাদিবস

● এরপর দুইয়ের পাতায়

জনতার আদালতে চার্জশিট নিয়ে যাবে তপশিলি সমিতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বর্তমান সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনতার আদালতে চার্জশিট নিয়ে যাবে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। শনিবার সংগঠনের রাজ্য কমিটির বৈঠকে আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রবিবার ওই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিধায়ক সুধন দাস। তিনি জানান, রাজ্যের মানুষের সামনে বিজেপি সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং তাদের বার্থতগুলি সামনে তুলে ধরা হবে। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যের তপশিলি অংশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন,

মৎস্যজীবীদের বাম জমানায় এক হাজার টাকা করে ভাতা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর থেকে সেই ভাতা প্রায় বন্ধ। এখন শোনা যাচ্ছে ২০১৮-১৯’র টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এরপরের দুই বছরের টাকা দেওয়ার কোনো তোড়জোড় নেই। সামাজিক ভাতার তালিকা থেকে ৫০ হাজার মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে। কিন্তু নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখনও ভাতার টাকা বাড়ানো হয়নি। সুধন দাস আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ২০১১-১২ সালে যে সব নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল তাদের ঘর বন্টনের প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ

করে রাখা হয়। সম্প্রতি এক সাথে অনেকের নামে ঘর নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু ঘর নির্মাণ বাবদ প্রতি পরিবার পিছু ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সুধন দাসের প্রশ্ন, এই টাকা দিয়ে কিভাবে ঘর তোলা যায়? পূর্বতন সরকার হিসেব-নিকেশ করে ঘর প্রাপকদের নাম নথিভুক্ত করেছিল। কিন্তু নতুন সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঘর নির্মাণের টাকা বরাদ্দ করেনি। এখন জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। তাই ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়ে কোনোভাবেই ঘর নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তার অভিযোগ, রাজ্যের জোট সরকার মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। তাই তারা ১৬ দফা দাবি নিয়ে এখন জনতার আদালতে যাবেন।

রক্তদানে রক্ত বরার আশঙ্কা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে রক্তদান শিবির করছে বাম যুব সংগঠন। রবিবার বাম যুব সংগঠনের মোহনপুর মহকুমার উদ্যোগে আগরতলায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

তাহলে রক্ত বরার আশঙ্কা ছিল। কারণ, শাসকদলের লোকজন চায় না সেখানে রক্তদান শিবির হোক। তাদের রক্তচক্ষুর কারণে যুব সংগঠন মানবসেবা থেকে নিজেদের পিছিয়ে রাখতে চায় না। তাই আগরতলায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কর-সহ গণ-সংগঠনের নেতারা শিবিরে গিয়ে রক্তদানকারীদের উৎসাহিত করেন। নবারণ দেব বলেন, গত ৪৬ সালে রাজ্যে চার জন রক্তের অভাবে মারা গেছেন। সেটা সবচেয়ে বেশি

লজ্জাজনক। একজন গর্ভবতী মায়েরও মৃত্যু হয়েছে রক্তের অভাবে। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রক্তদান উৎসবে পরিণত হয়েছিল। গণ-সংগঠনগুলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজেদের বাড়িতে শিবির করতেন। কিন্তু এখন সেই ধরনের উদ্যোগ দেখা যায় না। এই পরিস্থিতির জন্য সরকার এবং শাসকপক্ষেরই পরোক্ষ দোষাযোগ করেছেন তিনি। কারণ রাজ্যের পরিস্থিতি এখন আগের মত নয়।

সিপিআইএম সদর মহকুমার সম্মেলন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। সিপিআইএম সদর মহকুমার কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। তানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মানিক দে-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সম্মেলনের শুরুতে দলীয় অফিস প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সাথে শহির বেদিতে মাল্যদান করেন নেতা-কর্মীরা। সম্মেলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানিক দে জানান, তিন বছর অন্তর অন্তর এই ধরনের সম্মেলন হয়ে থাকে। ব্রাহ্ম এবং অঞ্চল স্তরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এখন মহকুমা স্তরের সম্মেলন চলছে। তিনি বলেন, দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি চলছে। বেকার সমস্যা সমাধানের কোনো কথা নেই। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়ছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার একের পর এক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যারাই সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন তাদের উপর কালো আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেই আক্রমণ থেকে বাদ যাচ্ছেন না সাংবাদিক, সাহিত্যিক-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৬ ডিসেম্বর।। বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। এদিন সোনামুড়া শপিং কমপ্লেক্স স্থিত সংগঠনের বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার ৬ টি অঞ্চল থেকে ৯৪ জন প্রতিনিধি এদিনের সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী সভাপতি, জীবন কৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং ত্রিপুরা রাজ্য পণ্ডিত মন্ডলের চেয়ারম্যান পণ্ডিত ভাস্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। রাধানগর, বড় পাথর, নিদয়া, রবীন্দ্রনগর, নলহুড়, সোনামুড়া এই ৬ টি অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ৪১ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সভাপতি লক্ষণ চক্রবর্তী এবং সন্ম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন বিনয় চক্রবর্তী। আগামী দিনে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের বিষয়ে এদিনের সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৮												
১	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২
৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫
৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮
৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২
৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫

মজলিশপুরে সুশান্ত ম্যাজিক

প্রতিবাদী কলম, জিরানিয়া, ২৬ ডিসেম্বর।। ২০২৩ সালে রাজ্যে বিধানসভার ভোট। কিন্তু তার আগে একের পর এক জেলায় ভাঙন ধরেছে রাজ্যের অন্যতম শক্তিশালী বিরোধী দল সিপিআই(এম)-এ। রবিবার মজলিশপুরে সিপিআইএম থেকে বিজেপি দলে যোগ দিলেন শতাধিক কর্মী। তাদের হাতে দলীয় পতাকা। তুলে দেন মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সভায় দলত্যাগীর অভিযোগ করে বলেন, ‘সিপিআই(এম) দলে থেকে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা যায় না, শুধুই হিংসা আর বিভেদের রাজনীতি করে সিপিআই(এম) দল। হিংসা আর উস্কানিমূলক রাজনীতি আমরা আর চাই না’, এমনই অভিযোগ তুলে গ্রাম তথা গ্রামের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী’র ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’-এর উপর আস্থা রেখে আজ আমরা মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৭ ও ৪৮ নং

বুথের দীর্ঘবছরের বামেনদের অপশাসনে লাল্কিতও বঞ্চিত লড়াইকু বাম কর্মী-সমর্থকদের ৪৫টি পরিবারের ১৪০ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল ছেড়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী



ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছি। যোগদান সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সিপিআই(এম) দলেও কিছু ভালো লোক রয়েছে। যাঁদের কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে, কিন্তু সিপিআই(এম) দলে থেকে হাঁপিয়ে

সুযোগ করে দেওয়া হবে। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেকটি বুথে দলীয় কর্মসূচি থাকবে। সংগঠন পোক্ত করাছি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে

অসহায় মানুষদের ত্রাণ পৌঁছানোর পাশাপাশি নিজের সংগঠনকে মজবুত করার কাজও শুরু করেছিলেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। আগামী ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে

নিজের ঘর গোছানোর প্রস্তুতিও জোরকদমে শুরু করেছেন তিনি। বলা যায়, এই যোগদানের মধ্য দিয়ে দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করে ভোটের ময়দানে নামার আগাম প্রস্তুতি-ই সেরে নিচ্ছেন সুশান্ত চৌধুরী।

আম্বুলেন্সে অক্সিজেন বিপত্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ ডিসেম্বর।। মানুষের প্রাণরক্ষার জন্যই আম্বুলেন্স। কিন্তু সেই আম্বুলেন্সেই যদি রোগীর প্রাণ সংশয়ে পড়ে যায় তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? রবিবার শান্তিরবাজার হাসপাতাল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত একজন রোগীকে ১০২ আম্বুলেন্সে করে আগরতলায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথে আম্বুলেন্সের অক্সিজেন সরবরাহে গোলযোগ দেখা দেয়। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগী স্বপন রায়কে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কারণ, আম্বুলেন্সে স্বপন রায় ছটফট করছিলেন। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে অন্য এক আম্বুলেন্সে করে রোগীকে আগরতলার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এই ঘটনা নিয়ে স্বপন রায়ের পরিজনরা স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তাদের বক্তব্য, যদি আম্বুলেন্সে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ থাকে তাহলে রোগীদের কি হবে? ১০২ আম্বুলেন্সে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় বলে সবাই জানেন। কিন্তু শান্তিরবাজার থেকে আসা আম্বুলেন্সে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ ছিল কেন সেটা স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে আম্বুলেন্স কর্মীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মুখ খুলতে চাননি। প্রশ্ন উঠছে যদি বিশালগড় আসার আগেই স্বপন রায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতো তাহলে কি হতো?

রেলের ঢাকায় কাটা পড়ে মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকবায়, ২৬ ডিসেম্বর।। আগরতলা থেকে লামডিংগামী পগাবাহী রেলের ঢাকায় কাটা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের। তবে মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি রবিবার রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত। পুলিশের ধারণা ওই যুবকের বয়স হবে ৩৫ থেকে ৩৬ বছর। কুমারঘাট থানার অন্তর্গত কেএন রোডস্থিত এলাকায় এই দুর্ঘটনা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কুমারঘাট হাসপাতালে রেখেছে। এখন তার পরিচয় বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের পাথর ব্যবহারের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। নিম্নমানের পাথর ব্যবহার করে ত্রিপুরা-মিজোরাম সংযোগকারী ৪৪ নং জাতীয় সড়ক নির্মাণের অভিযোগ উঠলো দায়িত্বপ্রাপ্ত



সংস্থার বিরুদ্ধে। কাঞ্চনপুর থেকে ভাঙমুন পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে। এলাকাবাসীর কাছ থেকে দাবি উঠেছে সেই কাজ কতটা সঠিকভাবে হচ্ছে তা তদন্ত করে

সংস্থার বিরুদ্ধে। কাঞ্চনপুর থেকে ভাঙমুন পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব তারা রাজস্থানের একটি কোম্পানিকে দেয়। ২২৫ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয়াদ করা হয়েছে এই রাস্তা নির্মাণের জন্য। গত বছরের ২০ জুলাই থেকে তারা কাজ শুরু

দেখা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনক্রমে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের প্রান্তরেইভ্যালি মহকুমা থেকে মিজোরাম সংযোগকারী ভায়া ছেলোংটা হয়ে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের ব্যাত পায় জাতীয়স্তরের একটি সংস্থা। কাঞ্চনপুর থেকে ভাঙমুন পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব তারা রাজস্থানের একটি কোম্পানিকে দেয়। ২২৫ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয়াদ করা হয়েছে এই রাস্তা নির্মাণের জন্য। গত বছরের ২০ জুলাই থেকে তারা কাজ শুরু

দমকল কর্মীদের খবর পাঠায়। দমকল কর্মীরা ছুটে আসার আগেই এলাকার লোকজন আতঙ্ক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। দাবি উঠছে ওই যুবকের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো বাজার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ ডিসেম্বর।। বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেলো কল্যাণপুর বাজার। রবিবার রাত ৮টা নাগাদ কল্যাণপুর বাজার এবং থানার মধ্যবর্তী জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটিতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। খুঁটিতে আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ব্যবসায়ীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল না হওয়ায় খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলি যে অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাতে এই ধরনের ঘটনা ফের ঘটেতে পারে। তাই এখনই বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষ যাতে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারগুলি গুছিয়ে রাখে সেই দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের বক্তব্য, যদি কোনো অ ঘটন ঘটে যায় তাহলে এর দায়ভার কে নেবে?

গাঁজা বাগানে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ ডিসেম্বর।। চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন শ্রমিক খালেক মিয়া। গত ২৩ ডিসেম্বর সূতারমুড়া এলাকায় গাঁজা বাগান পাহারা দিতে গিয়েছিলেন খালেক। রাতে কোন কারণে তার শরীরে আগুন লেগে যায়। খালেকের সাথে আরও কয়েকজন গাঁজা বাগান পাহারায় নিয়োজিত ছিল। খালেকের সাথে থাকা অন্য শ্রমিকরা অস্থায়ী ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় তারা দেখতে পান খালেক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে খালেককে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে থেকে তাকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার রাত তিনটা নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন খালেক। সচেতন্যে অবক করার বিষয় এই ঘটনার পরও কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনার কোনো তদন্ত করেনি। পুলিশের নীরব ভূমিকায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। খালেক কিভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে কিনা তা পুলিশ যদি তদন্ত করতো তবেই বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিলো। গাঁজা বাগানে শ্রমিকের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ ডিসেম্বর।। রবিবার রাতে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দুই যুবক। দুই যুবক বাইক নিয়ে কল্যাণপুর থেকে উত্তর মহারানির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মাঝরাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দমকল বাহিনী গিয়ে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু’জনকে রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। আহত দুই যুবকের নাম প্রাণেশ দেববর্মী এবং মন্টু দেববর্মী। তাদের মধ্যে প্রাণেশ দেববর্মার বাড়ি উত্তর মহারানি এবং মন্টু দেববর্মার বাড়ি শিকরই পাড়ায়।

গাড়ি তল্লাশির নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ ডিসেম্বর।। শীতকাল মানাই বনভোজনের আনন্দ, পর্যটন স্থল পরিদর্শন করা সঙ্গে আনন্দ মুহূর্তগুলি স্মৃতিতে ধরে রাখা। এর মধ্যে যীরে যীরে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। সামনেই ইংরেজি নতুন বর্ষ। এর আগে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলিতে ভ্রমণপিপাসুদের আনাগোনা বাড়ছে। বিশেষ করে সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে প্রতিদিন পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সিপাহিজলা অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় ছিল। হাজার হাজার পর্যটক সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছে অভয়ারণ্যের মূল ফটকের সামনে। শত শত গাড়ির আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে এদিন পিকনিক স্পট গুলিতে। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো, গাড়ি চেকিং এর নাম করে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীরা তোলা আদায় করছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। এই বিষয়টি সামনে আসার পরই রীতিমতো পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়ে যায়। জানা যায়, পিকনিক স্পটে যে সকল গাড়ি গুলি যাচ্ছে তাতে কোন ধরনের নেশা জাতীয় সামগ্রী রয়েছে।

কি-না তার জন্য এই চেকিং করা হচ্ছে। পর্যটন স্থানগুলির সৌন্দর্যতা বজায় রাখা কিংবা যেকোন ধরনের নেশা সামগ্রী এসকল অঞ্চলগুলিতে নিয়ে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু বেশ কয়েকজন পর্যটক অভিযোগ করেছেন পিকনিক স্পটে গাড়িগুলো চেকিং এর নামে তোলা আদায় করছে বন দফতর এবং

বিশালগড় থানার পুলিশ কর্মীরা বলে অভিযোগ। পর্যটকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েও থেমে থাকেন পুলিশ এবং বন দফতরের একাংশ নিয়ে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু বেশ কয়েকজন পর্যটক অভিযোগ করেছেন পিকনিক স্পটে গাড়িগুলো চেকিং এর নামে তোলা আদায় করছে বন দফতর এবং



পুলিশ। ছোট গাড়িগুলোতে দামি দামি ব্র্যান্ডের মদের বোতল পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ বলে অভিযোগ উঠে আসছে। বেশ সংখ্যক মদের বোতল নিয়ে অনেকেই প্রবেশ করছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে উল্টো তাদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা আদায় করছে বন দফতর ও

জাতীয় জিনিস নিয়ে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কিন্তু টাকা এবং মদের বোতল তোলা হিসেবে পেয়ে একাংশ পুলিশ এবং বন দফতরের কর্মীরা পর্যটকদের অনায়াসে পিকনিক স্পটে ছাড় দিয়ে দিচ্ছে যাওয়ার জন্য। যে উদ্দেশ্যে পর্যটন স্থানগুলি গড়ে তোলা হয়েছে তা একাংশ কর্মীদের এ ধরনের আচরণে কার্যত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতর।

চোখের সামনে গাঁজা বাগান ধ্বংস কেঁদেও আটকাতে পারলেন না মহিলা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ ডিসেম্বর।। কথা ছিল গাঁজার ফসল ঘরে না তোলা পর্যন্ত পুলিশ ওই এলাকায় পা রাখবে না। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুলিশকে আগাম টাকাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার বাগান ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে দেখে মহিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি পুলিশ কর্তাদের সামনে গোপন রক্ষার কথা না বললেও অঝোরে কাঁদতে থাকেন। বারবার মাটিতে পড়েন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি পুলিশের এদিনের অভিযানে তার লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটা সবাই জানে। কিন্তু পুলিশের যে সব লোকজন গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে এই ধরনের

করা তো দূরে থাক, মামলা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি বলে খবর। সব জায়গায় গাঁজা চাষ করার আগে পুলিশের সাথে যে রফা করা হয় তা সর্বজনবিদিত। মহিলা চাষিও পুলিশের সাথে রফা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার বাগান ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে দেখে মহিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি পুলিশ কর্তাদের সামনে গোপন রক্ষার কথা না বললেও অঝোরে কাঁদতে থাকেন। বারবার মাটিতে পড়েন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি পুলিশের এদিনের অভিযানে তার লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটা সবাই জানে। কিন্তু পুলিশের যে সব লোকজন গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে এই ধরনের

চাষবাসের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত উত্তর কলমচৌড়া এলাকার জঙ্গলে এদিন ১০ হেক্টর বিস্তীর্ণ এলাকায় গড়ে উঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়। পুলিশের সাথে বিএসএফ জওয়ানরাও এই অভিযানে সঙ্গ দেন। তাদের দাবি ৫০ হাজারের বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা। পুলিশকে গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে দেখে এলাকার অনেকেই প্রতিবাদ জানাতে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতে তারা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

এক বিপদ তাড়তে গিয়ে আরেক বিপত্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁকড়াবন, ২৬ ডিসেম্বর।। বানর দলকে তাড়াতে গিয়ে বড় সড়ক বিপত্তি ঘটলো কাঁকড়াবন পূর্ব পালাটানা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা কাজল আচার্যের বাড়িতে এদিন দুপুরে একদল বানর হানা দেয়। তবে বানর দলকে তাড়ানোর জন্য আগে থেকে তারা বাজি এনে রেখেছিলেন। বানর দলকে লক্ষ্য

করে বাজি ছুড়ে মারলে উল্টো খড়ের কুঞ্জে আগুন লেগে যায়। দেখতে দেখতে গোটা খড়ের কুঞ্জ আগুন ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে কাঁকড়াবন দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা সেখানে এসে আগুন নেভায়। তবে খড়ের কুঞ্জটি কোনোভাবেই রক্ষা করা যায়নি। এই ঘটনায় বাড়ির মালিকের প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।



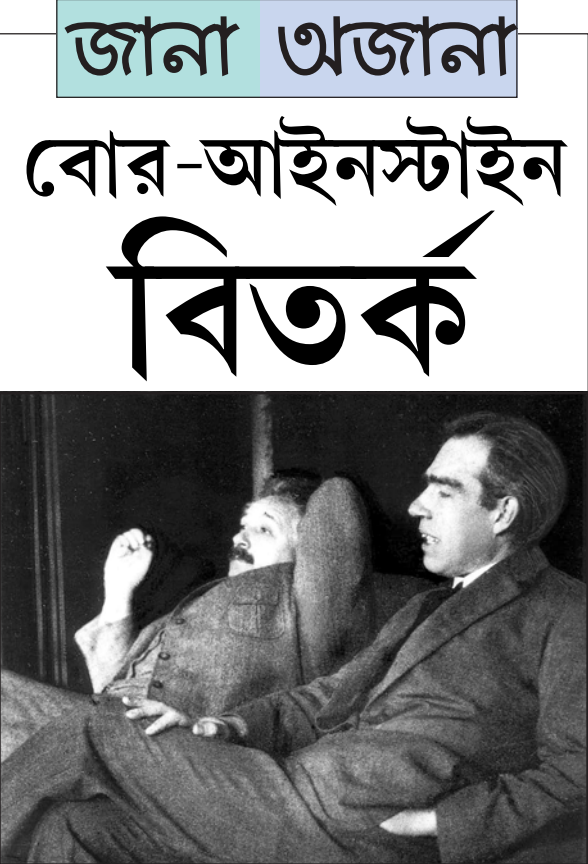
নেশার কবলে কল্যাণপুরের যুব সমাজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ ডিসেম্বর।। নেশার কবলে পড়ে একশ্রেণির উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের জীবন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে একাংশ স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এখন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ঘটনায় চিত্তিত অভিভাবক মহাল। কল্যাণপুর মহরমার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা ড্রাগস এর কবলে পড়ে সামাজ্যের মধ্যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ডেকে আনছে। অবাক করার বিষয় হলো, কল্যাণপুর পুলিশের নাকের উগায় ড্রাগসের রমরমা বাণিজ্য চলছে। কখনো বা স্কুটিতে করে, বাইকে করে বা বিভিন্ন প্রকার গাড়িতে করে এমনকি হোম

ডেলিভারির পর্যন্ত ব্যবস্থা রয়েছে। রকমারি ড্রাগস এর ক্ষেত্রে দিনের পর দিন নানান প্রকারের ঘটনাগুলো সংঘটিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ থেকে দাবি করছেন ড্রাগসের কবল থেকে মুব সমাজকে রক্ষা করার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই বিষয়গুলি শব্দ হাতে দমন করার পরামর্শ দিচ্ছেন। বিশেষ করে মায়েরদের এ ধরনের ছাত্রছাত্রীরা এখন নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ঘটনায় চিত্তিত অভিভাবক মহাল। কল্যাণপুর মহরমার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা ড্রাগস এর কবলে পড়ে সামাজ্যের মধ্যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ডেকে আনছে। অবাক করার বিষয় হলো, কল্যাণপুর পুলিশের নাকের উগায় ড্রাগসের রমরমা বাণিজ্য চলছে। কখনো বা স্কুটিতে করে, বাইকে করে বা বিভিন্ন প্রকার গাড়িতে করে এমনকি হোম

শুধুমাত্র কল্যাণপুরের শহর অঞ্চলে ড্রাগসের রমরমা ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক সূত্র মারফত জানা যায় গোটা কল্যাণপুরের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা-সহ ঘিলাতলী, কলমলগর, বাগানবাজার, দাচুড়া-সহ বিভিন্ন প্রান্তে ড্রাগসের বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠছে কিন্তু পুলিশ নির্বিকার। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই ড্রাগসের রপ্তানি নেশায় একদল যুবক-যুবতির উচ্ছৃঙ্খল আশ্ফালনে শান্তির কল্যাণপুরের বাতাবরণ অনেকটাই বিধিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পুলিশ নির্বিকার থাকছে। একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতি বাইক, স্কুটি করে গন্ধহীন নেশার আবহে গোটা কল্যাণপুরের প্রত্যন্ত থেকে শহর অঞ্চলকে বিধিয়ে তোলার চেষ্টা

করলেও পুলিশবাবুদের সেদিকে কোন দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও এলাকাবাসীর নজরে পড়ছে না। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছেন রিমের পর দিন ড্রাগসের রোষানলে পড়ে কল্যাণপুরের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ-সহ অত্র এলাকার বিধায়ক বারবার বিভিন্ন জায়গায় আসার সাথে সাথেই ড্রাগসের রপ্তানি নেশা মুক্ত রাখতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গোটা ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশামুক্ত করার স্বপ্নের জাল বুনছেন উই জায়গায় দাঁড়িয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশকে একপ্রকার ম্যানেজ করে অথবা বোকা বানিয়ে কল্যাণপুরের রমরমা নেশার বাণিজ্য চলছে বলে সাধারণদের অভিযোগ।



হয়েছিল, এই জবাব সত্যি হলে তাঁর ব্যাখ্যা করা ফটো তড়িৎক্রিয়াও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে যায়। ফোটনের আধাতে কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া ইলেকট্রন নাকি নিজেই ঠিক করবে, সে কোন দিকে যাবে। আইনস্টাইনের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলো। বললেন, বিজ্ঞান এতটাই অনিশ্চিত হবে আগে জানলে বিজ্ঞানী হতাম না, হতাম সরাইখানার বয়ারা নয়তো ফুটপাথের মুচি। এরপর শুরু হলো চ্যালেঞ্জ, পাণ্টা চ্যালেঞ্জ। তৈরি হলো একটা যুদ্ধক্ষেত্র। ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে বিজ্ঞানীদের সম্মেলন। সলভে সম্মেলন। সেই সম্মেলনে মুখোমুখি হলো দুই হল।

সেখানেই আইনস্টাইনের যুক্তি খণ্ডন করলেন বোর, তাঁর সম্পূরক নীতি ব্যাখ্যা করলেন। আইনস্টাইন তাঁর বিপরীতে কোনো যুক্তি দিতে পারলেন না। হার হলো তাঁদের। তবু আইনস্টাইন মানতে পারেননি অনিশ্চয়তা তত্ত্ব। বোর কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা দিলেন। শ্রোডিন্গার সেটা মেনে নিলেন। অন্য যেসব বিজ্ঞানীর অনিশ্চয়তা তত্ত্ব নিয়ে সন্দেহ ছিল, তারাও মেনে নিয়েছিলেন কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা। মানতে পারেননি কেবল আইনস্টাইন। সেটা অমুত্তা। বোরের ব্যাখ্যা অসার প্রমাণের জন্য তিনি নানা রকম কৌশল-চরিত্র করেন। আসলে আইনস্টাইন সুনির্দিষ্ট তত্ত্বে বিশ্বাসী। পদার্থবিজ্ঞানে অনিশ্চয়তা তত্ত্বের মতো পরাবাস্তব একটা বিষয় এসে পড়বে, এটাই মানতে পারছিলেন না। বোর তাঁকে বোঝাতে পারছিলেন না, সাধারণ চিরায়ত জগতের সঙ্গে কোয়ান্টাম জগতের ফারাক যোজন যোজন। বাস্তব জগতে যেটা অসম্ভব মনে হয়, কোয়ান্টাম জগতে সেটাই সম্ভব। ১৯৩৫ সাল। আইনস্টাইন অনিশ্চয়তা তত্ত্বের ওপর আরেকবার আঘাত হানতে চাইলেন। প্রমাণ করতে চাইলেন, বোর ভুল। এ জন্য তিনি সমান টেনে আনলেন আপেক্ষিকতা থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর চিরায়ত সেই স্বীকার্য কোনো বস্তুর বেগে আলোর বেগের চেয়ে বেশি হতে পারে না। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা প্রকাশের আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, মহাকর্ষ বল দূরক্রিয়া। অর্থাৎ মহাকর্ষ বলের খবর পৌঁছাতে সময় লাগে না। ধরা যাক, কোনোভাবে সূর্য ধ্বংস হয়ে গেল। তার প্রভাব পৃথিবীর ওপরে পড়বে। সূর্য না থাকলে পৃথিবীও আর নিজের কক্ষপথে ঘুরতে পারবে না। সরলরৈখিক গতিতে ছিটকে যাবে অসীম মহাশূন্যের দিকে। কিন্তু পৃথিবী কতক্ষণে বুঝবে সূর্য ধ্বংস হয়ে গেছে? কখনই-বা সে বন্ধ করে দেবে কক্ষপথে ঘোরা? নিউটনের সূত্র বলে, মহাকর্ষ বলের প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে, দুটি বস্তু যত দূরেই থাক। তাই সূর্য ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবী সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর পেয়ে যাবে। নিজের কক্ষপথে ঘোরা বাদ দিয়ে ধমুয়ে যাবে অসীম মহাশূন্যের দিকে। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, সেটা

পর্ব ২

সম্ভব নয়। বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব গড়েই উঠেছিল ওই স্বীকার্যের ওপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের কোনো কিছুর বেগ আলোর চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাই আলোর বেগের চেয়ে বেশি গতিতে কোনো তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং মহাকর্ষ বলকেও সেটা মানতে হবে। মহাকর্ষীয় প্রভাব কখনোই আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে দেখালেন সেটা। এটা করতে গিয়েই বেরিয়ে এল মহাকর্ষ তরঙ্গ নামে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক তরঙ্গ। মহাকর্ষ বলের সবদিক বয়ে নিয়ে যায় এই তরঙ্গ, আলোর বেগের সমান গতিতে। আইনস্টাইন দেখলেন, অনিশ্চয়তা তত্ত্বে এসে ধাক্কা খায় তাঁর এই তত্ত্ব। কোয়ান্টাম কাণ্ডগুলো নিজদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে মুহূর্তের মধ্যেই। ব্যাপারটা ভাবায় আইনস্টাইনকে ১৯৩৫ সাল নাগাদ কোয়ান্টাম মেকানিকস দাঁড়িয়ে যায় শক্ত ভিত্তির ওপর। ঠিক সে সময় আঘাত হানলেন আইনস্টাইন। এ জন্য তিনি বোরিস পোডোলস্কি আর নান্থান রোজেনকে সঙ্গে নিয়ে ঐপিআর, আইনস্টাইন, পোডোলস্কি আর রোজেনের নামের আদ্যক্ষর সাজিয়ে এই নাম। নামে একটা বিভ্রমের (গ্যারান্‌ডজ) জন্ম দিলেন। সে ধাঁধা থেকেই জন্ম হলো কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গলমেন্ট নামের এক নতুন তত্ত্বের। রোজেন আর পোডোলস্কিকে নিয়ে ফিজিক্যাল রিভিউতে লিখলেন চার পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ। তাতে একটা থানট এন্জপেরিমেন্ট বা মনস পরীক্ষার মুখোমুখি পড় করালেন পাঠককে। ধরা যাক, দুটো ইলেকট্রন ছুটছে পরস্পরের দিকে। দুটোর গতি আর ভরবেগ সমান। তারপর একসময় তাদের সংঘর্ষ হবে। পরস্পরকে তারা দেবে জোর ধাক্কা। তারপর দুটো ইলেকট্রন সমান গতিতে পরস্পর থেকে ছুটতে থাকবে বিপরীত দিকে। ধরা যাক, এভাবে ইলেকট্রন দুটি পরস্পর থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে চলে গেল। একজন বৈজ্ঞানিক একটা ইলেকট্রন পরীক্ষা করলেন। নির্ণয় করলেন তার ভরবেগ আর গতিশক্তি। সেই মুহূর্তে অন্য ইলেকট্রনের ভাগ্যে কী ঘটছে? যখন বিজ্ঞানী ইলেকট্রনের গতিশক্তি বা অবস্থান বের করছেন, সেই মুহূর্তে তিনি অন্য ইলেকট্রনের গতিশক্তিও বের করে ফেলতে পারবেন। কারণ দুটোরই ভর, গতি সমান। তাই একটা দেখেই আরেকটার অবস্থান, ভরবেগ বের করে ফেলা যায়। অথচ সেই ইলেকট্রনটা তার থেকে এক কিলোমিটার দূরে। অর্থাৎ সময় বায় না করে এক কিলোমিটার দূরের আরেকটা ইলেকট্রনের ধর্ম বের করে ফেলা যাচ্ছে। ধরা যাক, এভাবে ইলেকট্রন দুটি চলতে চলতে বহুদূরের পথ পাড়ি দিল। দিটার মধ্যবর্তী দূরত্ব

● এরপর দুইয়ের পাভায়

‘বয়ঃসন্ধি পেরোলেই নাকি বিয়ে করতে পারে মুসলিম মেয়েরা!’

চট্টীগড়, ২৬ ডিসেম্বর।। মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধি নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা তুঙ্গে। আর এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে এল পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের এক পর্যবেক্ষণ, যা নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আদালত বলছে, বয়ঃসন্ধি পেরোলেই বিয়ে করতে পারে মুসলিম মেয়েরা। অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ১৮ বছর পেরোনা বা সাবালিকা হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এক মুসলিম নাবালিকা ও হিন্দু যুবকের বিয়ে সংক্রান্ত মামলার রায় দিতে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছে আদালত। মুসলিম পার্সোনাল ল-এ এই নিয়মের উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি করেছেন হাইকোর্টের বিচারপতি। তিনি আরও

জানিয়েছেন, বয়ঃসন্ধি পেরোনোর পর মেয়ের বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে না তাঁর পরিবারের সদস্যরা-ও। প্রসঙ্গত, ইসলাম ধর্মালম্বী ১৭ বছর বয়সি একটি মেয়ে তাঁর হিন্দু প্রেমিককে বিয়ে করেছে। এই বিয়েতে মেয়েটির পরিবারের মত ছিল না। ফলে বিয়েটিকে অবৈধ বলে দাবি করছেন তাঁরা। এর বিরুদ্ধে আদালতে পিটিশন দাখিল করে ওই মেয়েটি। সেই সূত্র ধরে বিচারপতি গিল জানান, “মেয়েটি পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করছে মানে এটা নয় যে, সে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। আদালত চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।” এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিচারপতি ‘Principles of Moham-

medan Law by Sir Dinshah Fardunji Mulla’-আইনের উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, এই আইন অনুযায়ী ইসলাম ধর্মাবলম্বী মেয়েরা বয়ঃসন্ধি পেরোলেই বিবাহযোগ্য। সেই সময় নিজের পছন্দ অনুযায়ী পাত্রকে বিয়ে করতেই পারে। আর এই মামলায় পিটিশনারের বয়স ১৭ বছর। মুসলিম পার্সোনাল ল বলছে, মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়ে গিয়েছে, এমনটাই মত বিচারপতির। দেশের ‘বেটি’দের বিয়ের বয়স যখন ২১ বছর করার পক্ষেও সওয়াল করে আইন আনতে চাইছে কেন্দ্র, ঠিক তখন আদালতের এহেন রায় নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্তত তেমনটাই বলছে ওয়াকিবহাল মহল।

কৃষি আইন নিয়ে মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে, দাবি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর।। মাঝে মাঝে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধান। আর তার মধ্যেই একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার। বললেন, কৃষি আইন ফের কার্যকর করার কোনও অভিপ্রায় নেই কেন্দ্রের। এমনকি তাঁর মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে বলেও দাবি করলেন তোমার। নতুন করে কৃষি আইন কার্যকর করবে না কেন্দ্র। শনিবার অস্ট্রেলিয়ায় করে, পাঁচ রাজ্যে কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার। শুক্রবার মহারাষ্ট্রে একটি অনুষ্ঠানে তোমার বলেন, ফের কার্যকর করা হতে পারে কৃষি আইন। কৃষিমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জেরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। কৃষি আইন নিয়ে দেশব্যাপী কৃষকদের ক্ষোভের মুখে পড়ে গত মাসে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করে কেন্দ্র। এই আইনগুলিই পুনরায় কার্যকর হতে পারে বলে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী দাবি করেন। মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই কংগ্রেস অভিযোগ করে, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর সংশোধনী সহ তিনটি কৃষি আইন ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে মোদি সরকার। চাপের মুখে পড়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তড়িঘড়ি নিজের বলান পাল্টে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, “আমি এই কথা বলিনি। আমি বলেছিলাম সরকার ভাল আইন করেছে। আমরা কয়েকটি কারণে সেগুলি ফিরিয়ে নিয়েছি। সরকার কৃষকদের কল্যাণে কাজ চালিয়ে যাবে।” তাঁর মন্তব্য বিকৃত করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তোমার। তোমারের এই

মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কেন্দ্র কৃষকদের অপমান করেছে বলে আক্রমণ করেন রাহুল। প্রসঙ্গত, তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন নিয়ে দেশ জুড়ে আন্দোলনে শামিল হয় দেশের বিভিন্ন কৃষকগোষ্ঠী। দিল্লির উপকণ্ঠে সিঙ্ঘু সীমানায় আন্দোলনের কারণে কৃষকদের সম্মালোচনা করেন বিজেপি-র বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীরা। দফায় দফায় কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে কেন্দ্র। কিন্তু সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলার পর অবশেষে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে কৃষি আইনগুলি প্রত্যাহার করার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে এর পরেও থামেননি কৃষকরা। শেষে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং কৃষকদের বাকি দাবি-দাওয়া কেন্দ্র মেনে নেওয়ার পর ১১ ডিসেম্বর আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় কৃষক সংগঠনগুলি। ফাঁকা করে দেওয়া হয় সিঙ্ঘু সীমানা। এর পর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর শুক্রবারের মন্তব্য উদ্বেগ দেয় অনেক জরায়। তবে কি আসন্ন নির্বাচনে পাঞ্জাব দখলের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোদি সরকার? এমনই প্রশ্ন করে সরব হন বিবেধীরা। চাপের মুখে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করেন তোমার।

বুস্টার টিকা নিয়ে মোদি সরকারকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর।। বড়দিনের রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, বাটোর্ধর, স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনা যোদ্ধাদের বুস্টার টিকা দেওয়া হবে। এবার এই প্রসঙ্গে কৌশলে মোদি সরকারকেই বিধলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। টুইটে লিখলেন, ‘বুস্টার টিকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আমার পরামর্শ মেনে নিল!’ শনিবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হবে নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে। পাশাপাশি বাটোর্ধরদের বুস্টার টিকা দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হবে ১০ তারিখ থেকে। ওমিক্রন যখন ক্রমেই দেশে ছড়িয়ে পড়ছে তখন বুস্টার টিকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বার বার সরব হন চিকিৎসকরা। কেন্দ্র অবশেষ তা মেনে নেওয়ার স্বস্তির নিঃশ্বাস জানিয়ে নিজের পুরনো টুইট তুলে ধরে ঘুরিয়ে মোদি সরকারকেই বিধলেন রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত, গত ২২ ডিসেম্বর বুস্টার টিকার দাবি জানিয়ে টুইট করেছিলেন করেলের কংগ্রেস সাংসদ।

ভারতে ৪৫০ পার, রাজস্থানে একদিনে আক্রান্ত বেড়ে দ্বিগুণ

ওমিক্রন

● মহারাষ্ট্র থেকে সর্বোচ্চ সংক্রমণ-রেকর্ড ১০৮ টি ● একদিনে কর্ণাটক থেকে ৭ টি, গুজরাট থেকে ৬ টি ওমিক্রন সংক্রমণ রিপোর্ট হয়েছে

সংক্রমণের ঘটনা সনাক্ত হয়েছিল। গুজরাট থেকেও এদিন আরও ৬ টি নতুন ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছল ৪৯-এ। দেশের সব থেকে বেশি ওমিক্রন সংক্রামিতের সংখ্যা রাজ্যে ৪৩। কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সুধাকর কে জানিয়েছেন, দক্ষিণের রাজ্যটিতে শনিবার ৭ টি নতুন ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই রাজ্যেই ভারতের প্রথম ওমিক্রন

সলমন খানকে সাপের ছোবল বড়দিনের রাতে

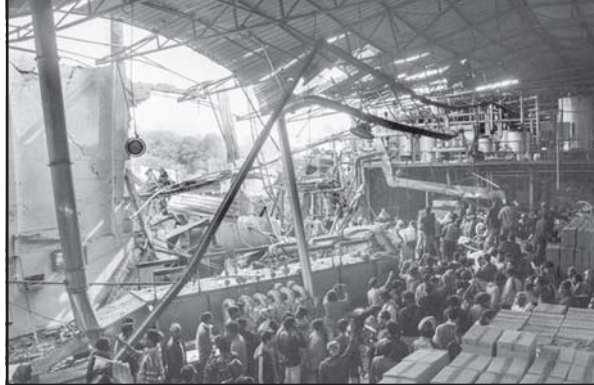
মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর।। জন্মদিনের আগেই দুর্ঘটনা। সাপে কামড়ালো সলমন খানকে। মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে পানভেলের খামারবাড়িতে সময় কাটাচ্ছিলেন অভিনেতা। সেখানেই ঘটে এই ঘটনা। তড়িঘড়ি অভিনেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় নবী মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আপাতত তিনি স্থিতিশীল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সাপটি বিষধর নয়। কীভাবে ঘটল এই ঘটনা? জানা গিয়েছে, বড়দিনের রাতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাগান বাড়ির বাগানে বসে গল্প করছিলেন তিনি। তখনই হাতে ছোবল মারে সাপ। ২৭ ডিসেম্বর অর্থাৎ সোমবার অভিনেতার ৫৬ তম জন্মদিন। ঠিক তার আগেই এই ঘটনা। আগাগোড়াই পরিবার এবং অনুরাগীদের সঙ্গে নিজের বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করেন ‘ভাইজান’। তবে শোনা গিয়েছিল, গত বছর জন্মদিনেও পানভেলের খামারবাড়িতে কাজের মানুষদের সঙ্গে কাটিয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম দফার লকডাউনের সময়ও সকলকে নিয়ে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ‘টাইগার’। কিন্তু এই অবস্থায় কী করবেন সলমন? পরিবারের সকলকে নিয়ে পারবেন আনন্দ মেতে উঠতে? বর্তমানে এই প্রশ্ন উঠছে অনুরাগী মহলে। ‘টাইগার ৩’-র কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন অভিনেতা। বলিউড সূত্রে খবর, শুট করতে বিদেশেও গিয়েছিলেন সলমন। তবে এই ঘটনার কারণে আপাতত কাজকে দিন বিশ্রামে থাকতে হতে পারে তাঁকে।

নাগাল্যান্ডে আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে কমিটি

শাহ’র সঙ্গে বৈঠক শীঘ্রই

কোহিমা, ২৬ ডিসেম্বর।। নাগাল্যান্ড থেকে বিতর্কিত সেনা আইন তথা আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা) প্রত্যাহারের লক্ষ্যে কমিটি তৈরি করে হবে পর্যালোচনা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র সঙ্গে বৈঠকের পর জানালেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও। জঙ্গি সন্দেহে সেনার গুলিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মৃত্যুর পর উত্তর-পূর্ব জুড়ে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি আরও জোরালো হয়। পথে নামেন সাধারণ মানুষ। সূত্রের খবর, অমিত শাহ’র সঙ্গে বৈঠকে হাজির ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বের বিজেপি-র সবচেয়ে প্রভাবশালী হেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, কমিটিতে থাকবেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে থাকবে নাগাল্যান্ড পুলিশের প্রতিনিধিও। ৪৫ দিনের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই নাগাল্যান্ড থেকে বিতর্কিত আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে নাগাল্যান্ড বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে উত্তর-পূর্ব থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডাকা থেকে প্রস্তাব আনা গোটা প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও। এর আগে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাও প্রকাশ্যে বিতর্কিত আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, নেফিউ কিংবা কনরাড, দু’জনেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-এর সদস্য।

বিস্ফোরণে প্রাণনাশ অন্তত পাঁচ শ্রমিকের



পাটনা, ২৬ ডিসেম্বর।। বিহারের কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। রবিবার বিস্ফোরণে মুজফ্ফরপুরে প্রাণ গেল অন্তত ৫ শ্রমিকের। জখম হয়েছেন আরও অন্তত ছ’জন। মুতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করলেন প্রশাসন কর্তারা। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রদাণ করে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। কীভাবে এরকম ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটলো তা তদন্ত করে দেখাছে পুলিশ। রোজকার মতো এদিনও বেসরকারি কারখানাটিতে নিয়ম মেনে নুডলস তৈরির কাজ চলছিল। আচমকাই ১১টা নাগাদ বিকট শব্দে কঁপে ওঠে গোটা এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনাস্থল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেও শোনা গিয়েছিল বিস্ফোরণের শব্দ। ওই আওয়াজে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, অন্তত ৫ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, কাজ করার সময় বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের তীব্রতায় বলসে গিয়েছিলেন অধিকাংশ শ্রমিক। নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৫ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। অগ্নিদগ্ধ বাকি ৬ জনের চিকিৎসা চলছে। এমনটাই জানিয়েছেন জেলাশাসক প্রবীণ কুমার। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। এখনও বয়রাটটি থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে বলে খবর। কিন্তু কীভাবে এই ঘটনা

● এরপর দুইয়ের পাভায়

উমা ভারতী’র বোমাতঙ্ক

লখনউ, ২৬ ডিসেম্বর।। ‘ট্রেনে বোমা আছে।’ রাত ৯.৪০ নাগাদ উত্তরপ্রদেশের ললিতপুরে খাজুরা-কুম্ভক্ষের এক্সপ্রেস ট্রুকেই টেঁচিয়ে উঠলেন এইচএ-১ বগির হাই প্রোফাইল যাত্রী তথা বিজেপি সাংসদ উমা ভারতী। তাঁর কথা শুনেই দৌঁড়ে আসে রেল পুলিশ। সঙ্গে থাকা রক্ষীরাও বোমা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার রাতে উমা ভারতী বোমাতঙ্ক ছড়ানোর ফলে চাঞ্চল্য ছড়ায় স্টেশনজুড়ে। ঠিক কী হয়েছিল? জানা যাচ্ছে, ট্রেন যখন ললিতপুরের কাছে তখনই বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রীর মনে আশঙ্কা তৈরি হয় ট্রেনে বোমা রাখা আছে। তিনি দ্রুত রেলপুলিশকে সতর্ক করেন। এরপরই ইইইই শুরু হয়ে যায়। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে কোনও রকম ঝুঁকিই নিতে চায়নি আরপিএফ ও জিয়ারপি। ট্রেন থেকে সমস্ত যাত্রীকে নামিয়ে যৌথভাবে চিট্রনি তল্লাশি চালানো হয়। যদিও কিছুই পাওয়া যায়নি। বোমাতঙ্কের জেরে তল্লাশির জন্য প্রায় দু’ঘণ্টা অর্থাৎ রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ট্রেন দাঁড়িয়েছিল ওই স্টেশনেই। রেল সূত্রের খবর, পরে বাঁসিতেও একইভাবে ফের তল্লাশি চালানো হয়। বিজেপি সাংসদের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেয় রেল পুলিশ। কিন্তু সৌভাগ্যবশত গোটা যাত্রাপথেই অনভিপ্রেত কোনও কিছু ঘটেনি। নির্বিঘ্নেই গন্তব্যে পৌঁছান উমা। মধ্যপ্রদেশের টিকামগড় থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন উমা ভারতী। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের জনসংখ্যার বিচারে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ৭০ শতাংশ সংরক্ষণ না রাখা অবিসার হবে বলে গত সপ্তাহেই প্রতিবাদে নেমেছিলেন উমা ভারতী। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, এই ব্যাপারটি নিশ্চিত না করে যেন নির্বাচন না হয় মধ্যপ্রদেশে। এই পরিস্থিতিতে গত শুক্রবার সূত্রিম কোর্ট রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়, নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে।

লাইফ স্টাইল

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দাঁত মাজছেন ?



দিনে কত বার দাঁত মাজেন? দু’বার? তার মধ্যে কি একবার রাতে ঘুমোতে

যাওয়ার আগে? তাহলে আপনার দৃষ্টিচ্যুত কম। কারণ রাতে ঘুমোনার আগে দাঁত

মাজলে অনেক সমস্যার আশঙ্কাই কমে যায়। এমনই বলছে আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত হালের গবেষণা। কিন্তু এই কাজটি না করলে ঘটতে পারে নানা রকমের বিপদ। সম্প্রতি প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, রাতে দাঁত মাজা কালে দাঁত মাজার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ রাতে খাবার খাওয়ার পরে মুখের ভিতরে নানা ধরনের জীবাণু জমে থাকে। সেগুলো ঘূমের

মধ্যে মুখে বাড়তে থাকে। এই জীবাণুর অনেকগুলোই শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। কী কী হতে পারে এই জীবাণুগুলি বাড়লে? দাঁতের ক্ষয় মড়িতে সংক্রমণ গলার সমস্যা অকালে দাঁত পড়ে যাওয়া এই সমস্যাগুলো তো আছেই। কিন্তু যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁদের ক্ষেত্রে এই জীবাণু আরও মারাত্মক সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

কী কী হতে পারে এর ফলে? রাতে দাঁত না মাজলে হজমের সমস্যা হতে পারে ব্যাপক ভাবে। মুখে যে জীবাণুগুলো বাড়ে, সেগুলো খাবার হজমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর সূত্র ধরেই এসে হাজির হতে পারে হৃদরোগ। অনেকেরই হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায় শুধুমাত্র এই হজমের সমস্যা থেকে। রাতে ঘুমোনার আগে তাই দাঁত মাজা অত্যন্ত দরকারি। কিছু কিছু মানুষ, যাঁদের রোগ প্রতিরোধ

ক্ষমতা অত্যন্ত কম, তাঁদের নিউমোনিয়ার আশঙ্কাও বাড়তে পারে রাতে দাঁত না মাজলে। রাতে ঘুমের আগে দাঁত মাজা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। এবং নিয়ম করেই সেই অভ্যাস তৈরি করতে হবে, এমনই বলছেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, বা যাঁরা মা হতে চলেছেন, তাঁদের রাতে অবশ্যই দাঁত মাজার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

প্রহসনে পরিণত যুব উৎসব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ ডিসেম্বর : বিলোনিয়া মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব এককথায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের অপদার্থতার কারণে মহকুমার যুব সম্প্রদায়ের লোকজন জানতেই পারেনি যে, এদিন মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে খবর পেয়ে তড়ি ঘড়ি কিছু সংখ্যক প্রতিযোগী উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের এই ধরনের অপেশাদারি মনোভাবে মহকুমাবাসী রীতিমত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে গড়ে উঠে একটি সুস্থ সমাজ। আর কিছু সংখ্যক অসংস্কৃতিক মনোভাবাসম্পন্ন মানুষ আমদানি করে একটা অ-সুস্থ সংস্কৃতি। এদের কারণে বিলোনিয়ার সাংস্কৃতিক জগৎ আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। যুব সম্প্রদায়ের মানুষের নিজেদের প্রতিভা দেখানোর একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এই যুব উৎসব। অথচ

আজ শান্তিরবাজারে অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। হয়টি দলকে নিয়ে আসর শুরু হয়েছিল। প্রথম চারটি দল সেমিফাইনালে উঠেছে। সবকয়টি ম্যাচ জিতে শীর্ষস্থান পেয়েছে উত্তর তৈখমা স্কুল, চারটি জয় পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে নিশিকুমার মুড়াসিং পিসি, তিনটি জয় পেয়ে তৃতীয় স্থানে জেলাইবাড়ি স্কুল। কসমোপলিটন, জগন্নাথপাড়া পিসি এবং বাইখোড়া স্কুল প্রতিটি দলই একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। রান রেটের বিচারে জগন্নাথপাড়া এবং বাইখোড়া-কে টপকে চতুর্থ দল হিসাবে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

অরুণ স্মৃতি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন সৃশা, সৃজন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর :৪ দ্বিতীয় অরুণ কান্তি ভৌমিক স্মৃতি টেনিস প্রতিযোগিতায় বালিকা বিভাগে সৃশা চক্রবর্তী এবং বালক বিভাগে সৃজন পুরকায়স্থ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এদিন মালঞ্চ নিবাস টেনিস কমপ্লেক্সে বালিকা বিভাগের ফাইনালে সৃশা ৬-০ সেটে সুস্থিতা বর্মন-কে এবং বালক বিভাগে সৃজন পুরকায়স্থ ৭-৪ সেটে রাখাগো পাল দেবনাথকে হারিয়ে খেতাব অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন চিফ রেফারি অরুণ রতন সাহা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ -র ডিআইজি বিজয় কুমার, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সৃজিত রায় সহ অন্যান্যরা।

এখনও দল ঘোষণায় ব্যর্থ টিসিএ

অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ ঝাড়খণ্ড

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : টিসিএ এখনও আসন্ন অনুর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির জন্য সস্তাব্য রাজ্য দল ঘোষণা করতে না পারলেও বিসিসিআই কিন্তু আগামী ৩ জানুয়ারি ত্রিপুরার অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট দলকে গুয়াহাটি রিপোর্ট করতে নির্দেশ পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিসিসিআই ত্রিপুরা সহসবকয়টি রাজ্যের ক্রীড়া সূচিও জানিয়ে দিয়েছে। আগামী ৯ জানুয়ারি দেশের সাতটি শহরে একযোগে শুরু হচ্ছে বিসিসিআই-র এবারের (২০২১-২২) অনুর্ধ্ব ১৬ ছেলেদের বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি। আগামী ৭ জানুয়ারি থেকে দেশে ১৫-১৮ বছরের টিকাकरण শুরু হচ্ছে। সম্ভবত বিসিসিআই প্রতিটি স্টোরে অনুর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেটারদের টিকাकरणেরও ব্যবস্থা করবে পারে। এদিকে, আগামী ৯ জানুয়ারি



জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের স্পোর্টস অফিসার রীতেশ শীল-র সৌজন্যে মহকুমার যুবারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। আগামীকাল জেলাভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে টাউন হলে। এরই অঙ্গ হিসাবে এদিন বিকেআই স্কুলের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব। ঘটনা হলো, উৎসবের বাস্তবচিহ্ন দেখে অনেকেই বুঝতে পারেনি এটা যুব উৎসব নাকি অন্য কোন অনুষ্ঠান। কেননা এই যুব উৎসব ঘিরে কোন প্রচারের ধার ধারেনি জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

দফতর। মক্ষেও কোন ফ্লায়ড চোখে পড়েনি। ফাঁকা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো যুব উৎসব। যুবক-যুবতীদের ভিড়ে হলঘর মুখরিত হয়ে থাকার কথা। কিন্তু এদিন দেখা গেলো উল্টো চিত্র। একটা নিস্তব্ধ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো যুব উৎসব। অথচ ১২ দিন আগে জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের স্পোর্টস অফিসার রীতেশ শীল-কে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল যে, যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তারপরও নাকি স্পোর্টস অফিসারের ঈশ ফিরেনি। শেষ পর্যন্ত গত ২৩ ডিসেম্বর

তড়ি ঘড়ি এক বৈঠক ডাকেন। সেখান থেকেই বিভিন্ন স্কুলে খবর পাঠানো হয়। যদিও স্কুলগুলি এই উৎসবের খবর পেলেও মহকুমার কোন সংস্থা এই খবর পায়নি। ফলে বিভিন্ন সংস্থাগুলি তাদের প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেনি। ক্রীড়া অফিসারের অপদার্থ্যায় মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে খেতাবি দৌড়ে ফেণ্ডস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে গুঁড়িয়ে দিয়ে খেতাবি দৌড়ে উঠে এলো ফেণ্ডস ইউনিয়ন। আগামীকাল খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে তাদের খেলতে হবে মৌচাকের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচটি ঠিক করে দেবে এই বছরের দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন কারা। ফেণ্ডস-কে জিততে হবে ম্যাচটি। অন্যদিকে ড্র করলে চ্যাম্পিয়ন হবে মৌচাক। এদিন উমাকান্ত মাঠে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ৪-০ গোলে পরাস্ত করলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে। বিজয়ী দলের হয়ে রিংহোর জমাতিয়া হাট্টিক করেছে। এছাড়া এন জমাতিয়া করে ১ টি গোল। এদিকে, আগামীকাল দ্বিতীয়

●এরপর দুইয়ের পাতায়

জাতীয় কিকবক্সিং-এ সাফল্য



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : পুণ্যেতে অনুষ্ঠিত ওয়াকা ইন্ডিয়া ক্যাডেট অ্যাড জুনিয়র ন্যাশনাল কিকবক্সিং-এ সাফল্য পেলো ত্রিপুরা। ৩টি স্বর্ণপদক সহ ৮টি পদক

পেয়েছে রাজা দল। জুনিয়র বিভাগে প্রিয়া সাহা, রাজা কর, সন্তুম বিশ্বাস স্বর্ণপদক পেয়েছে। রৌপ্যপদক পেয়েছে রুপাঞ্জলী দত্ত, দীপ দে। ক্যাডেট বিভাগে কদালিকা ভৌমিক এবং সমাদুকা সুত্রধর রৌঞ্জপদক

পেয়েছে। জুনিয়র বিভাগে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে দিবোদ্যু দেবনাথ। আগামী ৩০ ডিসেম্বর রাজা দলে রেলপথে আগরতলায় পৌছাবে বলে জানিয়েছে দলের চিফ কোচ পিনাকী চক্রবর্তী।

রেটিং দাবায় চ্যাম্পিয়ন দীনেশ কুমার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : এখন পর্যন্ত রাজ্যের বৃহত্তম রেটিং দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার দীনেশ কুমার। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের প্রথম বর্ষ অর্পণ দত্ত স্মৃতি এই রেটিং দাবায় আগাগোড়া ধারাবাহিকতা দেখিয়ে খেতাব অর্জন করলো দীনেশ। রানার্স হয়েছে বাংলার প্রলয় শাহু এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে বাংলার-ই আলোখা মুখোপাধ্যায়। রবিবার এনএসআরসিসি-র যোগা হলে আসরের একাদশ রাউন্ডের খেলা হয়। এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শ্যামসুন্দর জুয়েলার্সের কর্ণধার রণপক সাহা সহ অন্যান্যরা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে সুদৃশ্য ট্রফি সহ ৩৫ হাজার টাকা পেয়েছে দীনেশ কুমার। মোট ১৭টি রাজ্য থেকে মোট ২৬৬ জন দাবাছু এতে অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ১৭৫ জনই ভিনরাজ্যের। দেশের অন্যতম সেরা কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত-র ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এই আসরের সাফল্য দেখে অত্যন্ত খুশি রূপক সাহা। ভিনরাজ্যের এত সংখ্যক দাবাছুকে দেখে উৎফুল্ল তিনি। রাজ্যে দাবার প্রসারে আগামীতেও আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রথম দশের মধ্যে ত্রিপুরার কোন দাবাছু থাকবে এমন আশা ছিল। যদিও সেটা সম্ভব হয়নি। তবে অনেকেই নিজেদের ●এরপর দুইয়ের পাতায়

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে ঝড়ো শতরান অর্কজিৎ-র

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : সদর অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে ঝড়ো শতরান করলো চাম্পামুড়ার অর্কজিৎ সাহা। ১১৭ বলে ১৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪০ রান করলো অর্কজিৎ। মূলতঃ তার এই দুর্দান্ত ইনিংসে দাপটে রবিবার চাম্পামুড়া তরুণ সংঘ-কে উড়িয়ে দিলো। চলতি অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে ব্যাট এবং বল হাতে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার নজর কেড়ে নিয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম এই

আজ থেকেআমন্ত্রণমূলক মহিলা ক্রিকেট শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : টিসিএ পরিচালিত আমন্ত্রণমূলক মহিলা ক্রিকেট আগামীকাল থেকে শুরু হবে। মোট ৯টি দল এতে অংশগ্রহণ করবে। সদরভিত্তিক ক্লাব ক্রিকেট বা মহকুমাভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট করার পরিবর্তে টিসিএ এখন আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটের উপর জোর দিয়েছে। রহস্যটা জানা নেই আসরের উদ্বোধন হবে। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সমাজসেবী নীতি দেব, এমবিবি কলেজের অধ্যক্ষা দীপাক্ষিতা চক্রবর্তী উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া থাকবেন টিসিএ-র সভাপতি, যুগ্মসচিব সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনধনের পর একযোগে এমবিবি এবং

পিটিএজি-তে টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটের এই আসর শুরু হয়ে যাবে। পিটিএজি-তে আগরতলা কোচিং সেন্টার বনাম খোয়াই, ক্রিকেট অনুরাগী বনাম বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামেও হবে দুইটি ম্যাচ। সকালের ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ বনাম জুটমিল এবং দুপুরের ম্যাচে চাম্পামুড়া বনান শান্তিরবাজার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কারণে ঘরোয়া ক্রিকেট বিল্লিত হয়েছে। গত বছর তো করোনার কারণে শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্রিকেট। এই বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক। অন্যান্য গেমের মতো ক্রিকেটিয় কার্যকলাপও জোরকদমে শুরু হয়েছে। বিসিসিআইও সফলভাবে

একটির পর একটি ঘরোয়া ক্রিকেটের আসর সম্পন্ন করে চলেছে। সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেটের ব্যাপারে একটা অস্বাভাবিক অনীহা কাজ করছে টিসিএ। পরিস্থিতি অনেক আগেই অনুকূল হলেও ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় ডিসেম্বর মাসে। সদর অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট চলেছে। এরই পাশাপাশি মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট। স্বভাবতই ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, কোন রহস্যময় কারণে ঘরোয়া সিনিয়র ক্রিকেট এবং রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ-র অনীহা? যে জল্পনা সামনে উঠে আসছে সেটা হলো, সিংহভাগ ক্লাবই টিসিএ-র বর্তমান কার্যকর্তার কাজকর্মে সন্তুষ্ট নয়। ফলে টিসিএও ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে সামান্যতম চিন্তাও করছে না।

বিলোনিয়ায় অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী সাড়াসীমা, বিজিইএমএস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে রবিবার জয় পেলো সাড়াসীমা স্কুল ও বিজিইএমএস। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সাড়াসীমা ৩ উইকেটে পরাস্ত করে বিদ্যাপীঠ স্কুলকে। টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে মূলতঃ বোলারদের দাপট জয় পায় সাড়াসীমা। টসে জিতে

বিদ্যাপীঠ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সাড়াসীমা-র বোলারদের দাপটে ২৩.৩ ওভারে মাত্র ৮৫ রান করতে সক্ষম হয় তারা। এই ৮৫ রানের মধ্যে অতিরিক্ত খাতে আসে ৩৭ রান। এক জন ব্যাটসম্যানও সুবিধা করতে পারেনি। সাড়াসীমা-র হয়ে চিন্ময় পাল ৪টি এবং সাক্জাত হোনেন ৩টি উইকেট নেয়। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয় ঘটে

সাড়াসীমা স্কুলেরও। তবে শেষ পর্যন্ত সাক্জাত হোসেন-র দায়িত্বশীল ব্যাটিং-র সৌজন্যে জয় পায় সাড়াসীমা। ২৩ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় সাড়াসীমা। বিদ্যাপীঠ স্কুলের হয়ে সঞ্জীব দেববর্মা ৫টি উইকেট তুলে নেয়। দিনের অপর ম্যাচে বিজিইএমএস ৭০ রানে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০-তম রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা হবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের মাঠে। এই উপলক্ষ্যে এদিন ১১ জনের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন তপন ভট্টাচার্য। সচিব নিখিল সাহা এবং দুই যুগ্মসচিব বিকল্প রুদ্রপাল, প্রণব অখণ্ড।

কুখ্যাত আধিকারিককে বাঁচাতে ময়দানে এক পিআই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : তিনি আছেন বেশ বহাল তবিয়েতেই। কখনও আগরতলার মূল কার্যালয়ে মহিলা কর্মীকে নিগ্রহ করে সাময়িক সাসপেনশনের কবলে পড়েন। আবার কখনও এনএসআরসিসি-তে জিমন্যাস্টিক্স কোচের সাথে বাকবিত্তভায়া জড়িয়ে পড়েন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মতো ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের কর্মীদেরও বিভিন্ন গ্রুপ রয়েছে। একেক সময় একেক গ্রুপের সদস্য হন। কিন্তু কিছুদিন পরই সদস্য পদ থেকে বহিস্কৃত হন। জোট আমলে পিআই-র চাকুরি পেয়ে আস্তে আস্তে বিস্তারিত জ্ঞান দিচ্ছেন সাক্রমের ওই পিআই। এরই মাঝে ওই

সহ-অধিকর্তার বিরুদ্ধে আরও একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। বেশ কয়েক বছর সাক্রমেও তিনি চাকুরি করেছিলেন। ওই সময় সাক্রমের এক মহিলা পিআই-র সাথেও অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভয়ে এবং লজ্জায় ওই মহিলা পিআই ঘটনাটা প্রকাশ্যে আনেননি। এবার কাঞ্চনপুরের ওই মহিলা পিআই সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন দেখে তিনিও এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে

চাইছেন। কয়েক বছর আগে আগরতলা মূল কার্যালয়ে এক মহিলা কর্মীর সাথেও খারাপ আচরণ করেছিলেন ওই সহ-অধিকর্তা। তদন্ত কমিটি ওই পিআই-র সাথেও অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভয়ে এবং লজ্জায় ওই মহিলা পিআই ঘটনাটা প্রকাশ্যে আনেননি। এবার কাঞ্চনপুরের ওই মহিলা পিআই সাহসী ভূমিকা নিয়েছেন দেখে তিনিও এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

শীতের আমেজেই উমাকান্তে

রাখাল শিল্ডে বড় আকর্ষণ হতে পারে বিদেশি ফুটবলাররা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : সিনিয়র লিগের ৮টি দলকেই অবশ্য টিএফএ-র রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবলে দেখা যাবে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে উমাকান্ত মাঠে শুরু হচ্ছে রাখাল শিল্ড। তবে অতীতে রাখাল শিল্ডে কিন্তু আরও বেশি দল অংশ নিতো। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক এবার শিল্ডে মাত্র ৮টি দল। আর এই ৮টি দলই সিনিয়র লিগে খেলবে। লিগের আগে অবশ্য নকআউটে খানিকটা প্রস্তুতি নিতে পারবে দলগুলি। অনেক দিন পর অবশ্য অফসিজনে (ত্রিপুরার ক্ষেত্রে) ফুটবল হচ্ছে। অন্য অনেক রাজ্যে শীতে ফুটবল হলোও অরাজ্যে সাধারণত মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফুটবল হয়। এবার করোনা রক্ত চাক্ষুশ-র ঘরোয়া ফুটবল পিছিয়ে গেছে। 'সি' ডিভিশন লিগ দিয়ে শুরু। এখন 'বি' ডিভিশন লিগ চলছে। ২৯ ডিসেম্বর শুরু হবে রাখাল শিল্ড। ৫ জানুয়ারি শুরু হবে মালিগা লিগ ফুটবল। সম্ভবত ৭ বা ৮ জানুয়ারি শুরু হবে সিনিয়র লিগ ফুটবল। তবে রাখাল শিল্ডে কিন্তু দল বাড়ানো উচিত ছিল টিএফএ-র। 'বি' ডিভিশন লিগের

২-৩টি দল কিন্তু শিল্ডে খেলতে পারতো। অবশ্য টিএফএ-র নিয়মে অনুমোদিত ২৮টি ক্লাব কেউ শিল্ডে অংশ নিতে পারে না তাই বাইরের কোন দল শিল্ডে খেলতে পারে না। এদিকে, এখন পর্যন্ত যা চিহ্ন তাতে রাখাল শিল্ডে অন্যতম ফেভারিট মনে হচ্ছে এগিয়ে চল সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং লালবাহাদুরকে। তবে ঘটনা হচ্ছে, লালবাহাদুর ও এগিয়ে চল সংঘের মধ্যে যে কোন একটি দলকে প্রথম মাচেই বিদায় নিতে হবে। কিন্তু টিএফএ-র আর্থিক ক্ষতি হলো বলা চলে। কেননা সেমিফাইনালের খেলা খানিকটা কমজোরি হতে পারে। তেমনি ফরোয়ার্ড ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ক্লাব প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে। এতেও একটি দল প্রথম ম্যাচে আউট হবে। ফলে রাখাল শিল্ডে দুইটি বড় দল তাদের প্রথম ম্যাচে আউট হবে। এই বছর রাখাল শিল্ডে মোট সাতটি ম্যাচ। এগিয়ে চল সংঘ বড় বাজেটের দল গঠন করে মাঠে নামছে। লালবাহাদুরও ভালো দল গড়ছে। ফরোয়ার্ড ক্লাবও ফুটবল মহলের মতে, অ ঘটন না ঘটলে এগিয়ে চল সংঘ,

ফরোয়ার্ড, লালবাহাদুর ক্লাবের মধ্যে যে কোন একটি দলের হাতে টুফি উঠতে পারে। এদিকে, অনেকদিন পর আগরতলার ফুটবল মাঠে এবার একাধিক বিদেশি খেলোয়াড় দেখা যাবে। এখন পর্যন্ত যা খবর তাতে এগিয়ে চল সংঘ, লালবাহাদুর ক্লাব এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব দুই জন করে বিদেশি ফুটবলার সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংঘ, লালবাহাদুর প্রবণ এবং ফরোয়ার্ড ক্লাব মাঠে নেমে কতটা সাফল্য পায়। এক্ষা ঠিক যে, একটা দলে দুই জন বিদেশি নিশ্চিতভাবে ম্যাচের উপর একটা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তবে উমাকান্ত মাঠে দর্শকরা কিন্তু ভালো ফুটবল দেখতে পারেন রাখাল শিল্ডে। রাখাল শিল্ডে লেগে ভালো হলে লিগে নিশ্চয় দর্শকরা ভালো খেলা দেখতে পারবেন। এই বছর সিনিয়র লিগে মোট ২৮টি ম্যাচ হবে। যেহেতু সিঙ্গল লিগ তাই প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন খেতাব জয়ের দৌড় তেমনি অন্যদিকে 'বি' ডিভিশনে নেমে যাওয়ার অবনমনের চিন্তা।

গুলিবিদ্ধ ১০ বছরের শিশু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর ।। বন্দুকের গুলিতে আত্মঘাতী ১০ বছরের শিশু। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ খামাচাপা দিতে চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা নেওয়া হয়নি। জখম শিশুর নাম কিশোর জমতিয়া। ঘটনাটি হয়েছে কাঁকড়াবনের শীলখাটি এলাকায়। কিশোরের বাবা জানান, তার ছোট ভাই বিএসএফ-এ কর্মরত। প্রায়ই বন্দুক নিয়ে বাড়িতেও আসে। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সব্বত কাকার আনা বন্দুকটির গুলি লেগেছে তার ছেলের পায়ে। সেখান থেকে কাঁকড়াবন হাসপাতালে নেওয়া হয়, গুলি লাগায় পাটিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও মামলা না নেওয়ায় নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। কীভাবে একজন বিএসএফ জওয়ান নিজের বাড়িতে সার্ভিস রাইফেল নিয়ে যেতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই জন্য বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শোনার দাবি উঠেছে। কারণ, কর্তব্য শেষ হওয়ার পর সার্ভিস রাইফেল জমা করতে হয় ক্যাম্পেই। একজন ক্যাম্পে এটি জমা না করে বেরিয়ে আসতে পারেন না।

ঘুস নিচ্ছেন ট্রাফিক কনস্টেবল



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। শহর স্মার্ট সিটির নামে আধুনিকীকরণ হচ্ছে। বাইক এবং গাড়ি চালকদের ভুল খুঁজতে ট্রাফিক সিগন্যালগুলির সামনে থাকা সি সি ক্যামেরাগুলিতে নজর রাখছে ট্রাফিক পুলিশ। সামান্য ভুল পেলেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ই-চালান। ন্যূনতম ১ হাজার টাকা চালান পাঠিয়ে দেওয়া হয় এসএমএস অথবা হোয়াটসঅ্যাপে। আদালতে মামলা পর্যন্ত করা হচ্ছে না। পুলিশই এখন বিচারক হয়ে বাইক এবং গাড়ি চালকদের শাস্তি করতে ব্যস্ত। কেউ যদি ই-চালান জমা না করে আদালতে মামলা পাঠানোর কথা বলেন তাহলে রেগে লাল হয়ে যান ট্রাফিক পুলিশ বাবুরা। অথচ এই ট্রাফিক পুলিশ বাবুরাই স্মার্ট সিটিতে ঘুরে ঘুরে

ঘুস নিতে দেখা যায়। চালান না কেটে তারা ব্যস্ত ব্যক্তিগত পকেট ভর্তি করতে। চালানের টাকা বেশি হওয়ায় এইসব ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের পকেটে ১০০ থেকে ২০০ টাকা গুঁজে দিয়ে দিবা আইন ভঙ্গ করে চলেছেন কিছু বাইক এবং গাড়ি চালক। এমনকী নেশাদ্রব্য কারবারিরাও এই ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের পকেটে টাকা গুঁজে দিবা ব্যবসা করে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এসব ট্রাফিক পুলিশের এসপি, ডিএসপি, ইন্সপেক্টরদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব বলে মানতে নারাজ শহরের অনেকেই। রবিবার দুপুরেই সার্কিট হাউসের সামনে এমন একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এলো। ট্রাফিক পুলিশের এক ইন্সপেক্টর ধরা পড়েছেন চালান না কেটে ঘুস নিতে। মুখে হলুদ মাস্ক লাগিয়ে রাখা ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল গাছের পেছনে গিয়েই ঘুস নিলেন। এই ঘটনা শনাক্ত হয়েছে এক ব্যক্তির মোবাইলে। ঘুস নেওয়ার সময় মোবাইলে রেকর্ড দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধ ঘটনাস্থল থেকে সরে যান ট্রাফিক পুলিশের ওই কনস্টেবল। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় আবারও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদেরই অনেকেকে দেখা যায় বাইকের পেছনে আরোহীর মাথায় হেলমেট লাগান না। কিন্তু এই জন্য তাদের আর সাধারণ নাগরিকদের মতো জরিমানা দিতে হয় না। জরিমানা শুধুমাত্র সাধারণ নাগরিকদের জন্যই ঠিক করে রেখেছেন। ট্রাফিক পুলিশের অফিসাররা। এমন অভিযোগ এই ঘটনার পর আবারও উঠতে শুরু করেছে। সার্কিট হাউসের সামনে সকাল থেকেই ট্রাফিক এবং পুলিশকর্মীরা থাকেন। কিন্তু এই রাস্তা ধরেই প্রত্যেকদিন নেশা কারবারিরাও আসা যাওয়া করেন বলে অভিযোগ। এমনকী বেআইনিভাবে এক পুলিশকর্মীও ব্যক্তিগত গাড়িতে রাজ্য পুলিশের সিটকার লাগিয়ে যোরাফেরা করেন। অথচ বেআইনি এই কাজ ট্রাফিক পুলিশ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মেলায় গিয়ে যুবকের রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আনন্দনগর, ২৬ ডিসেম্বর ।। মরিয়মনগরের মেলা দেখে আর বাড়ি ফিরলেন না ৩৫ বছরের যুবক সুদীপ চক্রবর্তী। রবিবার সকালে আনন্দনগরের ৬নং পাড়ায় শীলটিলায় রাবার বাগানে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বছর ৩৫'র এই যুবক। কিন্তু এটা খুন বলে দাবি তুলেছেন মৃতের পরিজনরাও। কারণ আত্মহত্যা করার মতো কিছুই দেখতে পারছেন না নিহতের স্ত্রী-সহ বাড়ির লোকজন। এই ঘটনার পেছনে রহস্য লুকিয়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতের পরিজনরা সূত্রে তদন্তেরও দাবি তুলেছেন। মৃতের স্ত্রী রিকু চক্রবর্তীর দাবি, কেউ তার স্বামীকে খুন করেছে। খুনের পর মৃতদেহটি খুলিয়ে রাখা হয়েছে। শনিবার রাতে ঘর থেকে ৫ হাজার টাকা নিয়ে মরিয়মনগরে বড়দিনের মেলা দেখতে যাবে বলে



বের হয়েছিলেন সুদীপ। এরপর রাতে আর বাড়ি ফিরেন নি। মেলাতে যাওয়ার আগে বাড়িতে তার কোনও ঝগড়াও হয়নি। রবিবার সকালেই সুদীপের মৃতদেহটি উদ্ধার হতেই নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। রাবার বাগানে গাছ কাটতে গিয়েই মাটিতে সুদীপের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন শ্রমিকরা। তারাই মৃত ব্যক্তিকে চিনতে পেরে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। এই

ঘটনার পেছনে রহস্য রয়েছে বলে মনে করছেন শ্রীনগর থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররাও। ঘটনার তদন্তে এসেছিলেন শ্রীনগর থানার এসআই অমরেন্দ্র দেববর্মা। তিনি জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে এটা আত্মহত্যা নাকি হত্যার ঘটনা। তবে পরিবারের কেউই মানতে নারাজ সুদীপ আত্মহত্যা করেছে। মেলায় গিয়ে কিছু একটা হয়েছে বলেই তাদের দাবি।



পাননি। শনিবার গভীর রাতে রেল পুলিশের কাছে খবর আসে রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তি পড়ে আছেন। কিন্তু অন্ধকার থাকায় পুলিশ রাতে তাকে খুঁজে পাননি। রবিবার সকালে ফের খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তখনই উদ্ধার হয় মৃতদেহ। এলাকাবাসী মৃতদেহে উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিছু সময়ের মধ্যে সেখানে মাথের ভিড় জমে যায়। ঠাকুরচাঁদ বিশ্বাসের পরিবারের লোকজন ঘটনা জানতে পেরে সেখানে ছুটে আসেন। তারাই মৃতদেহ শনাক্ত করেন। তবে তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে এখনও স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ বলছেন, রেলের চাকার কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় তার পরিজনদের হাতে। এখন প্রশ্ন ঘটনাটি খুন নাকি দুর্ঘটনা?

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রেমিকের সঙ্গে ধরা পড়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। প্রেমিকের সঙ্গে ধরা পড়ার পর আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। বিষপানে মারা গেছেন বামুটিয়ার রাঙ্গুটিয়া এলাকার গৃহবধূ মল্লিকা ভীল। জিবিপি হাসপাতালেই স্ত্রীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা জানিয়েছেন স্বামী অমল ভীল। অভিযুক্ত প্রেমিকের নাম আকাশ বীর। জানা গেছে, ২০১১ সালে বামুটিয়ার রাঙ্গুটিয়া এলাকার বাসিন্দা অমলের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকে তাদের

সংসার ভালোই চলে। অমল নিজেও দিনমজুর। তিনি বামুটিয়ার বাবা নারসিংরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রী শোশালা মিডিয়ায় ভোগজর এলাকার বাসিন্দা আকাশের সঙ্গে পরিচয় হয়। ফেসবুকে তারা কথা বলতো। কিছুদিন আগেই ওই ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে যান মল্লিকা। তাদের রাধানগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে আটক করেন অমল। স্ত্রীকে আবারও বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান। তাদের সংসারে একটি মেয়েও রয়েছে। আগরতলায়

দিনমজুর শ্রমিক হিসেবে কর্মরত আকাশের সঙ্গে মল্লিকার সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে প্রত্যেকদিনই কথা কাটাকাটি চলে। শেষ পর্যন্ত স্বামীর বাড়িতেই বিষপান করবেন মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যান অমল। কিন্তু সেখানে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা কিছুক্ষণ পরই মারা যান। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতার পরিজনদের মধ্যে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

খালি হাতে ফিরলো পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ ডিসেম্বর ।। শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় নেশা সামগ্রীর রমরমা ব্যবসা চলছে। তবে নেশা কারবারিদের জালে তুলতে ব্যর্থ পুলিশ। রবিবার রাতে বগাফা রোডস্থিত স্বপন মালাকারের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু সেখান থেকেও খালি হাতে তারা ফিরে আসে। এলাকাবাসীর তরফ



থেকে পুলিশের উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল স্বপন মালাকারকে জালে তোলার জন্য। পুলিশ রাতেই তার বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই নেশা সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। পুলিশ শুধুমাত্র স্বপন মালাকারের বাড়িতে তত্ত্বাধী চালিয়ে ফিরে আসে। কারণ, বাড়ি থেকে কিছুই উদ্ধার হয়নি।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

উল্টে গেলো টমটম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। শহরে স্কুটি এবং টমটমের সঙ্গে জখম দু'জন। ঘটনা মোটরস্ট্যান্ড এলাকায়। জানা গেছে, মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় নো এন্ট্রি দিয়ে ছোট গাড়িগুলি প্রতিনিয়ত চলাচল করে। নো এন্ট্রি দিয়ে চলার সময় টমটমের সঙ্গে স্কুটির সংঘর্ষ হয়। রাস্তার মাঝেই টমটম উল্টে যায়। এই ঘটনায় টমটম এবং স্কুটির চালক আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাফিক পুলিশের এক কর্মী জানান, নো এন্ট্রি না মানায় এই দুর্ঘটনা হয়েছে। এই জায়গায় নো এন্ট্রি সাইন বোর্ড কেউ মানতে চান না।

জাতীয় সড়কে যান সন্ত্রাস, মৃত এক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৬ ডিসেম্বর ।। আবারও জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো এক জনজাতি মহিলা। ছৈলোটা থানা এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলার নাম বিরলা চাকমা (৫০)। রবিবার বেলা ১টা ১০ মিনিট নাগাদ একটি যাত্রী বোঝাই অটোরিকশা এবং পণ্যবাহী ১২ চাকার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে হওয়া এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে আমবাসার জওহরনগর এলাকায়। এতে এক মহিলার মৃত্যু ছাড়াও আহত হয় অটোরিকশার চালক সমেত আরও ৫ জন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিআর ০৪-



এ-২৯৩৬ নম্বরের অটোরিকশাটি যাত্রী নিয়ে আমবাসা থেকে মনুঘাটের দিকে যাচ্ছিল। আরএনএল- ০১-এ এ ০১৩৫ নম্বরের পণ্য বোঝাই লরিটি আমবাসার দিকে আসছিল। জওহরনগর এলাকায় বি এস এফ ১৩৯ নং বাহিনীর সদর দফতরের

আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। বিকাল ৫টা ২০ মিনিট নাগাদ জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে মারা গেছেন এই ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম বা পরিচয় কিছুই জানাতে পারেননি পুলিশ। তবে গোটা ঘটনা ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পুলিশের তদন্ত চলছে। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি মৃত ব্যক্তিকে প্রায়ই বটতলা এলাকায় যোরাফেরা করতে দেখা যেতো। ভবঘুরের মতো থাকতো অস্বস্থ্য পড়ে থাকতে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকল এবং থানায় খবর দেয়। তবে কীভাবে এই ব্যক্তিকে মারা হয়েছে তা নিয়ে

কারোর কোনও বক্তব্য নেই। গুরুতর জখম অবস্থায় মারা গেছেন ওই ব্যক্তি। এদিকে বটতলা এলাকায় ভবঘুরেদের একের পর এক মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হচ্ছে। মৃতরা প্রায় সবাই ভবঘুরে। কয়েকদিন আগেই বটতলা উড়ালপুলের নিচে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনার রেশ না কাটতেই ফের বটতলায় উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ। ভবঘুরেদের একের পর এক মৃত্যু নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। অতীতেই এসব ঘটনায় খুন হয়েছে বলেও দাবি করছে। বিশেষ করে রবিবার উদ্ধার মৃতদেহের মুখে রক্তের ছাপ ছিল। এর থেকে অনেকে সন্দেহ এটা খুন।

নিখোঁজ

ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ ডিসেম্বর ।। বাড়ি থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে উদ্ধার হলো নিখোঁজ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম সজল রত্নপাল। তিনি গত আড়াই মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন।



পানিসাগর থানাধীন ধর্মটিলায় গভীর জঙ্গলে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ বেস উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিন দুপুরে জনৈক ব্যক্তি জলাধার কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যান। তখনই তিনি পচাগলা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পানিসাগর থানায় খবর দেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌভিক দেব নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পরবর্তী সময় ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত চালায়। যেহেতু সজল রত্নপাল আড়াই মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন তাই পুলিশ তার ছেলেকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠায়। (ছেলেটি তার বাবার মৃতদেহ শনাক্ত করে। যেহেতু মৃতদেহে পচন ধরে গেছে তাই ঘটনাস্থলে উদ্ধারকৃত গামছার মাধ্যমে তা শনাক্ত করা হয়। সজল রত্নপালের পরিবারের সদস্যরা জানান, গত আড়াই মাস আগে তিনি নাকি ডি সৎগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে তার কোনো হদিশ মেলেনি। পানিসাগর থানায় এ বিষয়ে মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন উঠছে সজল রত্নপালের মৃত্যুর ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি খুন? এদিন মৃতদেহে ঘটনাস্থলেই ময়নাতদন্ত করা হয়। পরবর্তী সময় পচাগলা

● এরপর দুইয়ের পাতায়



নিয়ে আসে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রাতেই কৈলাসহর থানার পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে। খুনের অভিযোগে, আটক করা হয় অমর সিনহাকে। অভিযুক্তকে সোমবার আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর।

Flat Booking
Ramnagar Road
No. 4. Opposite
Sporting Club. 2
BHK, 3 BHK Flat
booking চলছে।
Mob - 8416082015

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম
ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতপত্র নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের
অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল
সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো
সার্জারী।



ঃ যোগাযোগ ঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE
MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PASSAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : Office Lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৮,১৫০
ভরি : ৫৬,১৭৫

সমস্যার সমাধান
মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি
প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা, কালাঘাত, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT 9667700474

9436940366
BAPPIRAJ FURNITURE
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur
বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার